লর্ড কিচেনার



তিন-আনা সংস্করণ "কল্পতরু" গ্রন্থাবলী নং ১৬

লর্ড কিচেনার

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime."

অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ, বি, এল
প্রণীত

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
কলিকাতা ও ময়মনসিংহ

১৩২৭

মূল্য তিন আনা

কলিকাতা
৬৫নং কলেজষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



লর্ড কীচ্‌নার্

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যজীবন

আয়র্লণ্ডের কেরীকাউন্টিতে লিষ্টোয়েল্ টাউনের নিকটে কীচ্‌নারের জন্ম হয়। ইংলণ্ডের লীসেষ্টার্ সায়ারে তাঁহাদের পৈতৃক বাড়ী ছিল। কীচ্‌নারের পিতা আয়র্লণ্ডে সম্পত্তি কিনিয়া সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের সেই নূতন বাসস্থানে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কীচ্‌নারের জন্ম হয়। কীচ্‌নারের পিতা ভারতবর্ষে সৈনিক বিভাগে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। কীচ্‌নারেরা চার ভাই ছিলেন। তাঁহাদের একটি মাত্র বোন; তাঁহার ডাক নাম ছিল মিলি। বিবাহের পর তিনি মিসেস্ পার্কার হইয়াছেন এবং অদ্যাপি জীবিত আছেন।

লর্ড কীচ্‌নার বলিয়া যিনি আজ ভুবনবিখ্যাত, তাঁহার নাম ছিল হরেশিয়োহার্বার্ট কীচ্‌নার। ছোট বেলা সকলেই তাঁহাকে মাষ্টার হার্বার্ট বলিয়া ডাকিত। তিনি চিরকাল খুব লাজুক ছিলেন।

কীচ্‌নারের পিতার বেশ উদ্ভাবনী শক্তি ছিল এবং তিনি খুব পাকা কাজের লোক ছিলেন। একবার তাঁহার বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য কতগুলি পাইপের দরকার হয়, কিন্তু সে অঞ্চলে পাইপ্ কিনিতে পাওয়া যাইত না। অন্য জায়গা হইতে কিনিয়া

আনিতেও অনেক খরচ পড়িয়া যায়—তাই তিনি নিজেই পাইপ্ প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার নিজের অভাব ত দূর হইলই, পাড়াপ্রতিবেশীর নিকট সেগুলি বিক্রয় করিয়া বেশ একটি কারবারও চলিতে লাগিল। এইরূপ আরো অনেক ব্যবসা করিয়া তিনি বিস্তর অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। কাজ সম্বন্ধে তিনি খুব কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। অলস লোক তিনি মোটে দেখিতে পারিতেন না, এবং সকলের নিকট হইতেই তিনি কড়ায় গণ্ডায় কাজটি আদায় করিয়া লইতেন।

কীচ্নারও এ বিষয়ে ঠিক পিতার মত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ঝোঁক ছিল কাজ কর্ম্মের দিকে। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ যখন খেলায় মত্ত থাকিত, তখন তিনি তাঁহাদের কারখানায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেন কোথায় কিরূপ কাজ হইতেছে। খেলার দিকে তাঁহার মোটেই নেশা ছিল না। এদিকে কাজ মাত্রই তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। গ্রামের কর্ম্মকার কেমন করিয়া ঘোড়ার পায়ের নাল প্রস্তুত করে তিনি প্রায়ই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেন। কর্ম্মকারেরও এই বলিষ্ঠ বালককে বেশ পছন্দ হইয়াছিল। সে একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, আমার কাছে এসে কাজ শিখ্‌বে?" কীচ্নার হাসিয়া উত্তর দিলেন, "না, তবে আমি বড় হ'লে আমার অধীনে এরকম ১২ জন কর্ম্মকার নিযুক্ত রাখ্‌ব।" লোকটি খুসী হইয়া বলিল, "তা' তুমি বেশ পারবে, তুমি বেশ চালাক ছোক্‌ড়া।"

ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনা লইয়া তিনি এত ব্যস্ত থাকিতেন যে তাঁহার পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। তিনি ক্লাসে পড়া বলিতে পারিতেন না। মাষ্টার গিয়া তাঁহার পিতাকে একথা

জানাইলেন। পিতা কীচ্‌নারকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন, "তুমি যদি এবার ভাল করে পরীক্ষা পাশ করতে না পার তা হ'লে তোমাকে নীচের ক্লাসে নামিয়ে দেওয়া হ'বে।"—কীচ্‌নারের অত্যন্ত ভয় হইল; তিনি খুব মন দিয়া পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু সমস্ত বৎসরের ক্ষতি আর কিছুতেই পূরণ করা গেল না। পরীক্ষায় তিনি ফেল্‌ হইলেন। তাঁহার পিতারও যেই কথা সেই কাজ; পুত্রকে তিনি নীচের ক্লাসেই নামাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "আবার যদি তুমি ফেল্‌ হও, তবে তোমাকে এক টুপিওয়ালার কাছে পাঠিয়ে দেবো, তার কাছে তুমি টুপি তৈরী করতে শিখ্‌বে। সেইটে তোমার উপযুক্ত কাজ হবে।"

কীচ্‌নারের মত আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন তেজস্বী বালকের পক্ষে নীচের ক্লাসে অবনমিত হওয়া একটা মস্ত অপমানজনক ঘটনা। কিন্তু ইহার ফল ভালই হইল। তিনি বুঝিলেন, মানুষের প্রথম কর্ত্তব্যই প্রধান কর্ত্তব্য; অবশ্যকরণীয় কাজ ফেলিয়া কোনো মহৎ চিন্তা বা মহৎ কাজের নেশা লইয়া থাকাও সকলের পক্ষেই অন্যায় এবং তাহার ফল কখনই ভাল হয় না। যে কর্ত্তব্য সম্মুখে উপস্থিত তাহাই আগে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং সাধ্যমত তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইবে। কিছুদিন পরেই খবর পাওয়া গেল কীচ্‌নার পড়াশুনায় বেশ ভাল হইয়াছেন এবং গণিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন।

তাঁহাদের পিতা ঠিক করিলেন যে অন্ততঃ দুই ভাইকে সৈনিক বিভাগে ঢুকাইতে হইবে। তদনুসারে তাহাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তাহাদিগকে ইউরোপে পাঠান ঠিক হইল; সেখানে অন্যান্য নানাপ্রকার শিক্ষার সঙ্গে

আধুনিক ভাষা শিক্ষার বেশ সুবিধা হইবে। তদনুসারে আর্থার ও হার্বার্টকে সুইজারল্যাণ্ডে পাঠান হইল। সেখানে জেনেভা হ্রদের তীরে বেনেট্ সাহেবের বাড়ীতে তাহারা শিক্ষার্থীরূপে আশ্রয় লইলেন। বেনেট্ সাহেব অতি যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে গণিত, ইতিহাস ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ফরাসী ভাষায় তাঁহারা কিছু কিছু কথাও বলিতে শিখিলেন। তা ছাড়া সন্তরণ, নৌচালন ও পর্ব্বতারোহণে তাঁহারা বেশ দক্ষ হইয়া উঠিলেন।

কয়েক বৎসর পর হার্বার্টকে লণ্ডনে জর্জ্জ ফ্রষ্টের নিকট পাঠান হইল। সমরবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একটা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিতে হইত। ফ্রষ্ট্ সেই পরীক্ষার জন্য হার্বার্ট্কে ভাল করিয়া প্রস্তুত করিলেন এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হার্বার্ট্ কৃতিত্বের সহিত সেই পরীক্ষা পাশ করিয়া সমরবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। দুই বৎসর তিনি খুব মন দিয়া সামরিক বিষয়গুলি অধ্যয়ন করিলেন এবং শেষ পরীক্ষা বেশ ভাল মতেই পাশ করিলেন। সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে তিনি গণিতে বিশেষ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সেখান হইতে রয়েল্ এঞ্জিনিয়ারে প্রেরণ করিবার জন্য হার্বার্ট্কেই মনোনীত করা হয়; তখন তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি।

কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই কীচ্নারের মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতা তখন আয়র্লণ্ডের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ব্রিটানীতে ডিলান্ নামক স্থানে বাস করিতেছেন। তিনি তখন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। কলেজ ছুটি হইলে হার্বার্ট্ সেইখানে চলিয়া যাইতেন এবং পিতাপুত্রে যুদ্ধবিষয়ক নানাপ্রকার আলোচনা হইত।

এমন সময় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্ম্মেনীর যুদ্ধ বাধিয়া

গেল। পিতাপুত্র উভয়ের সহানুভূতিই ছিল ফরাসীদের পক্ষে। যুবক কীচ্‌নার যুদ্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে এই যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তদনুসারে তিনি ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন. যেন তাঁহাকে সৈনিকরূপে গ্রহণ করা হয়। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। সে যুদ্ধে ফরাসীদের পরাজয় ঘটিয়াছিল এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া কীচ্‌নারের অসুখ করাতে যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি ডিনানে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি সামরিক জ্ঞানের ও সাহসের জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। একবার তিনি দুইজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে একটা বেলুনে উঠিয়া শত্রুপক্ষের সৈন্যবল ও গতিবিধি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। এখনকার মত তখন এরোপ্লেন্ প্রভৃতি হয় নাই; বেলুনে উঠিয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা তখন অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক কাজ ছিল।

কিছুদিন পরে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট কীচ্‌নারকে পদস্থ কর্ম্মচারী করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কীচ্‌নার বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার প্রথম কর্ত্তব্য জন্মভূমির প্রতি।" তাই তিনি ফরাসী গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী করিতে গেলেন না। এদিকে ইংলণ্ডের সমরসচীব কীচ্‌নারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কীচ্‌নার ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ছাড়া ফরাসীদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং শাস্তিস্বরূপ ইংলণ্ডের সৈনিকবিভাগে তাঁহাকে কর্ম্মচারীরূপে নাও নেওয়া হইতে পারে। তাই সমরসচীব তাঁহাকে ডাকাইয়াছিলেন। কীচ্‌নারকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সম্বন্ধে তোমার কি বক্তব্য আছে।" কীচ্‌নার উত্তর করিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম স্বদেশের কোন কাজে আমার এখন প্রয়োজন নাই,

তাই এই ফাঁকে কিছু শিখিয়া লই।" তাঁহার এই সরল ও নির্ভীক উত্তরে সমরসচীব খুসী হইয়া কীচ্‌নারকে জুনিয়ার লেফ্‌টেনাণ্টের পদ প্রদান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্যালেষ্টাইনে

তিন বৎসর খুব মনোযোগ ও পরিশ্রমের সহিত কাজ করিয়া তিনি বেশ সুনাম অর্জ্জন করিলেন। কিন্তু বিদেশে যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ বড় ব্যাকুল ছিল। এমন সময় ভগবান বিদেশে যাইবার এক সুযোগ প্রদান করিলেন। প্যালেষ্টাইন্ জরিপ করিবার জন্য লেফ্‌টেনাণ্ট কণ্ডরের অধীনে একটা দল সেখানে প্রেরিত হইতেছিল। কীচ্‌নার জরীপের কাজ খুব ভাল জানিতেন, তাই তাঁহাকেও এই সঙ্গে প্রেরণ করা হইল। তদনুসারে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা প্যালেষ্টাইনে গেলেন। সেখানে তাঁহারা অনেকবার অনেকপ্রকার বিপদের হাতে পড়িয়াছেন; তন্মধ্যে একটি ঘটনা বিশেষ স্মরণীয়। লেফ্‌টেনাণ্ট কণ্ডর এক জায়গায় তাঁবু করিয়াছিলেন। তখন তিনি ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলেন, কাজেই সন্ধ্যার পরেই তিনি শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সহসা রুক্ষ কণ্ঠস্বরে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বাহিরে গিয়া দেখিলেন আলখাল্লাপরা, পাগড়ীমাথায় একজন সেখ্ তাঁহার ভৃত্যদের উপর ঢিল ছুড়িতেছে। তাঁহার ভৃত্য হাবিব্ একটা তাঁবু খাটাইতেছিল, সেই সেখ্ তাঁবু ধরিয়া টানাটানি করিয়াছে ও বলিয়াছে, "তোদের মত ঢের কুকুর আমি আরো দেখেছি। শুন্‌ছিস্? তোদের বল্‌ছি তোরা সব খৃষ্টান কুকুর।" সেই সেখের নিকট অনেকগুলি

স্থানীয় লোক দাঁড়াইয়াছিল। হাবিব প্রথম বিশেষ কিছু মনে করে নাই কিন্তু যখন সে দেখিল তাহার রিভল্‌ভারটি নাই তখন সে একটু কড়া সুরেই কথা কহিয়াছিল। ইহার ফলেই সেখ্ আলি আঘা আল্লান্ তাহার উপর ঢিল ছুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কণ্ডর সাহেব তাহাকে বুঝাইয়া বলিবার জন্য অগ্রসর হইলেন কিন্তু তিনি অগ্রসর হইবামাত্র সেখ্ আলি আঘা লাফাইয়া আসিয়া তাঁহার উপরে পড়িল এবং দুই হাতে কণ্ডরের টুঁটি টিপিয়া খুব জোরে ঝাঁকানি দিতে লাগিল। আর গালাগালির ত অন্তই ছিল না। কণ্ডরের সঙ্গে কোনো অস্ত্র ছিল না; বেগতিক দেখিয়া তিনি এক ঘুসীতে আঘা আল্লান্‌কে ভূমিশায়ী করিলেন। ধূলা ঝারিয়া সেখ্‌জি উঠিয়া গেলেন। কণ্ডর মনে করিয়াছিলেন লোকটা চলিয়া গেল বুঝি। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে একটা হিংস্র জন্তুর মত তাঁহাকে তাড়া করিয়া আসিল। তিনি এবারেও তাহাকে ঘুসী মারিয়া ফেলিয়া দিলেন। তখন দেখা গেল সেখের বাম হস্তে এক ভীষণ ছোরা লুকায়িত ছিল। কণ্ডরের দলের লোক অগ্রসর হইয়া সেখ্‌কে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তাহার হাতের ছোরা কাড়িয়া নিল। অপমানিত হইয়া সেখের ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "আমার ছোক্‌রারা কোথায় গেল?"—এই কথা শুনিয়াই কতগুলি লোক সেখের দলের লোকদিগকে আনিবার জন্য সহরের দিকে দৌড়িয়া গেল, আর যাহারা সেখানে রহিল তাহারা সকলেই নানাপ্রকার কুৎসিৎ গালাগালি দিতে লাগিল। কণ্ডর সেখ্‌কে ছাড়িয়া দিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু ইহাতেও লোকগুলি আশ্বস্ত হইল না; তাহারা তখনো তাঁবুতে ঢিল ছুড়িতে লাগিল। কণ্ডর গভর্ণরকে খবর দিবার জন্য হাবিবকে পাঠাইলেন কিন্তু হাবিব যাইতে পারিল না; লোকগুলি তাহাকে ছিঁড়িয়া খাইবার উপক্রম করিয়াছিল কিন্তু সেখের

হুকুমে নিরস্ত্র হইল। কণ্ডর তখন অন্য একজন লোককে গুপ্তপথে গভর্ণরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

কীচ্‌নারও জনতাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন কিন্তু তিনি বেশী সচেষ্ট ছিলেন তাঁহার দলস্থ লোকগুলিকে থামাইবার জন্য। তাহারা যুদ্ধ করিবার জন্য একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। একটা ঘোড়ার সইস্ বন্দুকে গোলা ভরিতেছিল, কীচ্‌নার বন্দুকটা কাড়িয়া নিলেন। কীচ্‌নারের শরীরে অনেক ঢিল আসিয়া পড়িয়াছে তথাপি তিনি কিছুমাত্র উত্তেজিত হ'ন নাই।

এমন সময় একজন তুকি পুলিস দেখিয়া সকলের মনেই একটু জল আসিল। কিন্তু পুলিস প্রভু বেগতিক দেখিয়া পরিপাটি চম্পট প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে আগার দলস্থ লোক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আসিয়াই আক্রমণ আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না। কীচ্‌নার ভৃত্যগণের সাহায্যে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছিলেন। কণ্ডর তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু এক পাপিষ্ঠের যষ্টির আঘাতে তাঁহার মাথা কাটিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। পাপিষ্ঠ তাঁহার মস্তকে দ্বিতীয়বার আঘাত করিবার জন্য লাঠি উত্তোলন করিয়াছিল, কিন্তু মাথা সরাইয়া লইলেন, আঘাত তাঁহার ঘাড়ের উপর পড়িল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তিনি মারা পড়িয়াছেন মনে করিয়া শত্রুরা উল্লাস ধ্বনি করিয়া উঠিল। কণ্ডর ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন; উঠিয়াই সেই লোকটার মুখে চাবুক দিয়া এমন আঘাত করিলেন যে বেচারী চোখে একেবারে অন্ধকার দেখিল আর চাবুকটা কণ্ডরের হাত হইতে ছুটিয়া গেল। কণ্ডর তখন একেবারে নিরস্ত্র, কীচ্‌নারের সাহায্য না পাইলে কণ্ডর সে যাত্রা নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইতেন।

তাঁহাকে বাঁচাইতে গিয়া কীচ্‌নার মস্তকে ও বাহুতে গুরুতর আঘাত পাইলেন। তাঁহাকে শত্রুরা বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল, কি করিয়া যে তিনি বাঁচিলেন তাহা বলা কঠিন। যাহাহোক, অবশেষে তাঁহারা একটা ছোট পাহাড়ের পদতলে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তখনও তাঁহাদের উপর আক্রমণের বিরাম হয় নাই। কীচ্‌নারকে লক্ষ্য করিয়া একটা গুলি করা হইয়াছিল, সেটা ভোঁ করিয়া তাঁহার কাণের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। সহসা দেখা গেল আততায়ীরা একে একে পলায়ন করিতেছে। ইহার কারণ বুঝিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না; কারণ দেখা গেল ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি কতগুলি সৈন্য লইয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু পলায়ন করিয়া তাহারা বাঁচিতে পারিল না; আলি আঘা আল্লানের নয় মাস কারাদণ্ড হইল; তাহার নিগ্রো ক্রীতদাসের দুই বৎসরের কারাদণ্ড হইল এবং সেই সহরবাসীরা প্যালেষ্টাইন্ ফাণ্ডে প্রায় ৪০০০৲ টাকা জরিমানা প্রদান করিল।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এই সাফেদ্ সহরে কীচ্‌নার আবার প্রবেশ করিলেন। এবার এই সার্ভেপার্টির কর্ত্তা ছিলেন তিনি; কারণ কণ্ডর অসুস্থতার জন্য লণ্ডনে রহিয়া গিয়াছিলেন। কীচ্‌নার যখন সাফেদে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহাকে সকলে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেল। আঘা আল্লানের সঙ্গেও তাঁহার দেখা হইল। সে তখন কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। আঘা আল্লানের মন তখন আত্মধিকারে পূর্ণ; সে কীচ্‌নারের সম্মুখে নিজকে এমন অজস্র গালি দিতে লাগিল যে কীচ্‌নার হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

প্যালেষ্টাইনে পৌঁছিয়াই কীচ্‌নার জরিপের কাজে মন দিলেন। তাঁহার সেই কর্ম্ম-ব্যস্ততার ইতিহাস শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। কয়েক মাসের মধ্যে তিনি সমস্ত কাজ এমন সুন্দররূপে সমাধা করিলেন যে

তাহাতে তিলমাত্র ত্রুটি রহিত না। কীচ্‌নার যখন যে কাজে মন দিতেন তখন তাহাতেই একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন; তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে শেষ করিবার পূর্ব্বে তিনি কদাপি বিশ্রাম করিতেন না। তিনি নিজে যেমন খাটিতেন অন্যকেও তেমনি খাটাইতেন। কর্ম্মই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। তাঁহার মত কর্ম্মী-পুরুষ জগতে সচরাচর দেখা যায় না। এই কর্ম্ম-কঠোরতার জন্যই লোকে তাঁহাকে রুক্ষ, নীরস একটা কর্ম্মযন্ত্রমাত্র মনে করিত। কিন্তু তাঁহার ভিতরকার মানুষটির সহিত যাহারা পরিচিত তাহারা জানে যে তাঁহারও হৃদয় বলিয়া একটা জিনিষ ছিল এবং তাহাতে সহানুভূতি, অনুকম্পা প্রভৃতি মানবীয় গুণের অসদ্ভাব ছিল না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। গোলাপ ফুল তিনি বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার কতকগুলি চিঠিপত্র হইতে জানা যায় যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যদৃশ্য তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না এবং সেই দৃশ্যটিকে তিনি কয়েক কথায় বেশ আঁকিয়া ফেলিতে পারিতেন। তাঁহার মধ্যে কবিত্ব ছিল না বটে কিন্তু কবিত্ব উপলব্ধি করিবার শক্তিটুকু ছিল।

তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই সৌন্দর্য্য ও রস সরসতার দিকটা তাঁহার প্রকৃতিতে খুব ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করিয়াছিল। কীচ্‌নার-চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা, তাঁহার কর্ম্ম-মুখীনতা এবং তাঁহার কর্ম্মব্যস্ততা। কর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য,—এই দুইটি ছিল তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র। তিনি যে এত বড় হইয়াছিলেন সে কেবল এই দুইটি গুণ ছিল বলিয়া। বাস্তবিক পক্ষে কীচ্‌নার যে একজন কর্ম্মযোগী পুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি!

প্যালেষ্টাইনে তিনি এত পরিশ্রম করিতেন যে তাঁহার আহার নিদ্রার সময় ছিল না। এদিকে এই পরিশ্রম অন্যদিকে খাদ্যাভাব।

সেখানে তাঁহাদের উপযুক্ত খাদ্য পানীয় কিছুই পাওয়া যাইত না। তদুপরি মাঝে মাঝে তাঁহার ম্যালেরিয়া হইত; একবার সর্দ্দি-গর্ম্মিও হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই দমিলেন না; দুর্ব্বার গতিতে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

সে সময় আবার তুর্কি ও রুষিয়ার মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়াছিল। যুদ্ধ যদিও তুর্কি আর রুষিয়ার মধ্যে কিন্তু তুর্কিরা মনে করিত ইহা যেন খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে একটা ধর্ম্মযুদ্ধ। কীচ্‌নারের ভয় হইল—কি জানি যদি হঠাৎ একদিন সমস্ত মুসলমান ক্ষেপিয়া খৃষ্টানদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করে! তাই তাঁহাকে বড় সাবধানে চলিতে হইত। তিনি স্থানীয় লোকদের ভাষা ও আচার ব্যবহার শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মুসলমানদের মত তিনিও তখন লম্বা দাড়ি রাখিয়াছিলেন। শ্মশ্রুশোভিত কীচ্‌নার যখন আলখাল্লা পরিয়া বাহির হইতেন তখন তাঁহাকে একজন মোল্লা বলিয়া ভ্রম হইত। তিনি সুন্দর আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে তিনি স্থানীয় লোকের বেশ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

উত্তরকালে কীচ্‌নার যে প্রাচ্যভূভাগে এমন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন এখানেই তাহার কারণ নিহিত রহিয়াছে। যে শিক্ষার বলে তিনি প্রাচ্যজাতিসমূহকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এখানেই সেই শিক্ষার আরম্ভ। এই শিক্ষা না পাইলে কীচ্‌নার কখনই এমন বিজয়ী হইতে পারিতেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এসিয়া মাইনরে

কীচ্‌নার প্যালেষ্টাইনের কাজ শেষ করিয়া যখন লণ্ডনে

ফিরিলেন, তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে তখন ভীষণভাবে যুদ্ধ চলিতেছে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সন্ধি হইয়া গেল। জার্ম্মেণীর রাজধানী বার্লিন নগরে ইউরোপের প্রধান জাতিসমূহের প্রতিনিধিবর্গ মিলিয়া ঝগড়াটা মিটমাট করিয়া দিলেন। লর্ড্ বীকন্স্ ফিল্ড্ তখন ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী; তিনি অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী লোক ছিলেন। তিনি সেই সময় তুরস্কের সঙ্গে গোপনে একটা বন্দোবস্ত করিলেন যে কতগুলি বিশেষ অবস্থায় আবশ্যক হইলে ইংলণ্ড তুরস্ককে যুদ্ধব্যাপারে সাহায্য করিবেন এবং তার বিনিময়ে তুরস্কের সম্রাট ইংলণ্ডেশ্বরকে সাইপ্রাস দ্বীপ ছাড়িয়া দিলেন।

সাইপ্রাস ভূমধ্যসাগরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। উহা ১৪১ মাইল দীর্ঘ এবং ৬০ মাইল প্রশস্ত। এসিয়া মাইনর হইতে এই দ্বীপ ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইহা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হয়। ইহা কিরূপে প্রথম ইংরেজরাজের দখলে আসে সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। সুলতানের নিকট হইতে দ্বীপটি গ্রহণ করিবার জন্য নৌসেনাপতি লর্ড্ হোপ্ তাঁহার নৌবহর লইয়া সাইপ্রাসে গমন করেন; গিয়া দেখেন সেখানকার শাসনকর্ত্তা তখন পর্য্যন্ত সুলতানের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে কোনো আদেশ বা সংবাদ পান নাই। যাহা-হোক, ইংরেজ সৈনিকেরা দ্বীপে অবতরণ করিল এবং সেখানে ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিল, কেহ কোনো আপত্তি করিল না। এই দ্বীপের রাজধানীর নাম 'নাইকোশিয়া'। লর্ড্ হোপ্ যেখানে অবতরণ করিয়াছিলেন নাইকোশিয়া সেখান হইতে ২১ মাইল দূরে। হোপ্ মনে করিলেন, রাজধানীটাও দখল করা দরকার। সেখানে তুরস্ক গভর্ণমেণ্টের সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল; হোপ্ দেখিলেন সসৈন্যে সেখানে গেলে হয়ত একটা মারামারি কাটাকাটি হইবে, সুতরাং তিনি একটা ফন্দী আঁটিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন নাইকোশিয়ার কর্ম্মচারী ও

সৈনিকেরা কয়েক মাস যাবৎ তাহাদের বেতন পাইতেছে না। তিনি আগে সেখানে লোক পাঠাইয়া খবর দিলেন যে তাহাদের প্রাপ্য অর্থ তাহাদিগকে দেওয়ার জন্যই তিনি আসিতেছেন। তারপর কতগুলি গাধার পিঠে নূতন ছ'পেনী বোঝাই করিয়া তিনি সৈন্যদের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। ছ'পেনী আমাদের ছয় আনার সমান। টাকশাল হইতে সেগুলি সবে মাত্র প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল—তাই পেনীগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। হোপ্ যখন রাজধানীতে পৌঁছিলেন তখন তুরস্ক সৈন্যেরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেল, এবং আদর করিয়া চা পান করিতে দিল। তুরস্কের জাতীয় পতাকা আগন্তুকদের সম্মানার্থে অবনমিত করা হইল এবং ব্রিটেনের ইউনিয়ান্ জ্যাক উড্ডীন হইল। এইরূপে সাইপ্রাস্ দ্বীপ আপোষেই দখল হইয়া গেল। সুতরাং ওল্‌স্‌লী যখন সসৈন্যে সেই দ্বীপ দখল করিতে গেলেন তখন তিনি দেখিলেন যে দ্বীপটি তৎপূর্ব্বেই তাঁহাদের করতলগত হইয়া গিয়াছে। তুরস্কের সুলতানের নিকট হইতে যাঁহারা দ্বীপটি ইংরেজহস্তে অর্পণ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও সেনাপতি হোপের কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন।

সাইপ্রাস ইংরেজের হস্তগত হইলে দেখা গেল যে উহার কোনো ভাল ম্যাপ্ বা মানচিত্র নাই, সেখানে ভাল রাস্তাঘাট নাই, লোক চলাচলের অসুবিধা সর্ব্বত্রই। এই সমস্ত কাজের ভার কীচ্‌নারের উপর পড়িল। ম্যাপ প্রস্তুত করিতে তিনি খুব সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই কাজের সঙ্গে তাঁহাকে আরো অনেক কাজ করিতে হইয়াছিল। রাস্তাঘাট প্রস্তুত করা, বনজঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা প্রভৃতি কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিতে ত হইতই, তা ছাড়া দেশীয় লোকদের ঝগড়া ঝাটির মীমাংসা করা ও ইংরেজের নূতন আইন সেখানে প্রবর্ত্তন

করা তাঁহাকে ছাড়া চলিত না। তিনি আরবী ভাষা জানিতেন বলিয়া এ সমস্ত কাজে তাঁহার মত পারদর্শী আর কেহ ছিল না।

এই ভাবে একবৎসর কাজ করিবার পর সহসা এসিয়া মাইনরে তাঁহার ডাক পড়িল। রুষিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের পর এসিয়া মাইনরের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানকার লোকেরা খাদ্যাভাবে, পানীয়াভাবে এবং আশ্রয়াভাবে মরিতেছিল। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, মড়ক এবং চোর দস্যুর উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল। তুরস্ক গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই সেখানে শান্তিসংস্থাপন করিতে পারিতে ছিলেন না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তখন তুরস্করাজকে সাহায্য করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন। সার চার্লস্ উইল্সন্ এই কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তিনি কীচ্নারের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে কীচ্নার এসিয়া মাইনরে গেলেন এবং সেখানে দুইবৎসর কাজ করিলেন। কীচ্নারের কাজ করিবার ক্ষমতা কিরূপ অদ্ভুত ছিল এই দুই বৎসরে তাহা বুঝা গেল। দেশের সকল অভাব অভিযোগ যেন যাদুমন্ত্রে দূর হইয়া গেল। দেশের সমস্ত লোক কীচ্নারের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া রহিল; সুলতান তাঁহার কার্য্যে খুসী হইয়া মুসলমানের সকল তীর্থস্থানে তাঁহাকে ভ্রমণ করিবার অনুমতি বা 'ফারমান্' দিলেন। পরবর্ত্তী কালে এই অনুমতি কীচ্নারের অনেক কাজে লাগিয়াছিল, তাহা আমরা যথাস্থানে দেখিতে পাইব।

এসিয়া মাইনরের কাজ শেষ করিয়া কীচ্নার আবার সাইপ্রাসে গেলেন। সেই সময় হইতে সাইপ্রাস্ দ্বীপ নামেমাত্র তুরস্কের অধীনে ছিল; কার্য্যতঃ ইংরেজেরাই ছিলেন সেখানকার সব। কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরেজরাজ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন তখন হইতে এই দ্বীপ সর্ব্বতোভাবে ইংরেজের অধীনে আসিয়াছে—এখন আর ইহার সঙ্গে তুরস্কের কোনো সম্পর্ক নাই।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কীচ্‌নার ছুটি লইয়া সাইপ্রাস্‌ হইতে মিশরে গমন করেন। মিশরের রাজনৈতিক গগনে তখন কালোমেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল অচিরেই ঝড় উঠিবে।

মিশরে

মিশরের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তাকে "খেদিব" বলিত। খেদিবের ক্ষমতা আমাদের বড়লাট অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী অর্থাৎ তিনি কোনো রাজা বা সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন না, তিনি নিজেও একজন রাজাই ছিলেন, তবে কিনা তাঁহার স্বাধীনতা ছিল না; তিনি তুরস্কের সুলতানের অধীনতা স্বীকার করিতেন। সুলতানকে তিনি প্রতিবৎসর কর দিতেন, সুতরাং তাঁহাকে করদ রাজা বলা চলে।

মিশরের লোক খেদিবের শাসনাধীনে সুখে ছিল না। তুরস্কের অধীনতা স্বীকার করাটাকেও তাহারা অপমানজনক মনে করিত। তাহাদের ইচ্ছা ছিল তাহারা একটা স্বাধীন মিশর রাজ্য স্থাপন করিয়া নিজেদের শাসনাধীনে বাস করে। এই উদ্দেশ্যে সেখানে একটা দলের সৃষ্টি হয়; সেই দলের নায়ক ছিলেন আর্‌বি পাশা। আর্‌বি পাশা খেদিবের অধীনে সমরসচীবের কাজ করিয়াছিলেন; তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। সুতরাং মিশরের সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে যখন তিনি হাত করিয়া ফেলিলেন তখন তিনি হইলেন সেখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা। খেদিবকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া সেখানে অন্যলোক বসাইবার জন্য একটা ষড়যন্ত্র চলিল। খেদিব অগত্যা বাধ্য হইয়া মিশরের রাজধানী কাইরো ছাড়িয়া আলেকজান্দ্রিয়াতে চলিয়া গেলেন।

আর্‌বি পাশার ক্ষমতা এত বাড়িয়া গেল যে তিনি আলেক-জান্দ্রিয়ার দুর্গগুলি মেরামত করাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। সুলতান

নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন, আরবি প্রথমে সেই আদেশানুসারে দুর্গের কাজ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার তাহা আরম্ভ করিয়া দিলেন। কীচ্‌নার তখন আলেকজান্দ্রিয়াতে ছিলেন; যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া সেখান হইতে তাঁহার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। তিনি আরো ছুটির জন্য সাইপ্রাসে আবেদন করিলেন। তাঁহার সেই আবেদন মঞ্জুর হইল না; কিন্তু কীচ্‌নার যখন সেই সংবাদ পাইলেন তখন আর সাইপ্রাসে ফিরিয়া যাওয়ার উপায় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ছুটি দিলেন। ইংরেজ সেনাপতি সেমুর যুদ্ধের আয়োজন বন্ধ করিবার জন্য আরবি পাশাকে খবর দিলেন; তাহারা বলিয়া পাঠাইল যে তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। অবশেষে যখন দেখা গেল যে তাহাদের সেই সংবাদ মিথ্যা, তখন যুদ্ধ করাই উচিত বিবেচিত হইল। তদনুসারে ১১ই জুলাই ইংরেজ রণতরী আলেকজান্দ্রিয়া সহর আক্রমণ করিয়া তাহার উপর গুলি চালাইতে লাগিল। সমস্তদিন যুদ্ধের পর সন্ধ্যা ৬টার সময় ইংরেজদেরই জয় হইল; শত্রুপক্ষের সকল গুলি কামান তখন নীরব হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে কীচ্‌নার উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ইন্‌ভিন্‌সিব্‌ল্ বা অজয় নামক রণপোতে। একবার তিনি খুব অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। একটা গোলা তাঁহার মাথার এত নিকট দিয়া চলিয়া গেল যে তাহার বাতাসের ধাক্কায় তিনি একেবারে পড়িয়া গেলেন। গোলাটা তাঁহার পিছনে একজন নাবিকের উপর পতিত হয়, তাহাতে নাবিকটির মৃত্যু ঘটে।

যখন এইরূপ যুদ্ধ চলিতেছিল সেই সময় মিশরের সৈনিকেরা খেদিবের প্রাসাদে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। পরদিন প্রাতে দেখা গেল কেহ কেহ ভগ্নদুর্গগুলি মেরামত করিবার আয়োজন করিতেছে। ইংরেজের রণপোত হইতে কয়েকটি গুলি চালনা করাতেই তাহারা সেই

চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইল। কিন্তু সুলেমান্ পাশা নামক আর্‌বি পাশারই একজন সহকর্ম্মী জেলখানা খুলিয়া দিয়া সকল কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। তাহারা মুক্তি ও সুযোগ পাইয়া চারিদিকে লুট পাট আরম্ভ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত সহর আগুনে ছাইয়া ফেলিল। আরবি পাশার সৈন্যেরাও সহরের নানা স্থানে অগ্নিসংযোগ করিয়া সহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সুলেমান্ পাশা এই সব অগ্নিকাণ্ডের মূল উৎসাহদাতা ছিলেন। যেখানে দাঁড়াইয়া তিনি এই কাজে উৎসাহ দিয়াছিলেন অবশেষে সেইখানেই প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে ফাঁসীকাঠে ঝুলান হয়।

যাহা হোক, ব্রিটিশ সৈন্যেরা সহরে অবতরণ করিয়া সেখানে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপন করিল। কীচ্‌নারকে আর সাইপ্রাসে ফিরিয়া যাইতে হইল না, কারণ মিশরে তখন আর্‌বী ভাষা জানা লোকের দরকার ছিল, সুতরাং কীচ্‌নার মিশরেই রহিয়া গেলেন। এদিকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ঠিক করিলেন যে খেদিবকে সাহায্য করিয়া আর্‌বী পাশাকে দমন করিতে হইবে। তদনুসারে উল্‌সলীর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। প্রায় একমাস যুদ্ধ চলিল। আর্‌বী পাশার অধীনে এবার বেশ সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল; তাহার অস্ত্র শস্ত্রও ছিল যথেষ্ট, কাজেই সে ব্রিটিশ সৈন্যকে খুব বাধা প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে তেলেল্‌কবিরে বেশ একটা বড় রকমের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে আর্‌বী পাশা পরাস্ত হইয়া ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করে। ইহার পর আরবী পাশার বিচার হয় এবং তাহাতে সে বিদ্রোহী বলিয়া প্রমাণিত হয়। শাস্তিস্বরূপ তাহাকে লঙ্কাদ্বীপে নির্ব্বাসিত করা হয়; সেখানে সে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল; তৎপর দেশে গিয়া তাহার মৃত্যু ঘটে।

এই যুদ্ধে কীচ্‌নারের অনেক শিক্ষা হয়। মরুভূমিতে কেমন করিয়া যুদ্ধ করিতে হয়, কীচ্‌নার এবার তাহা ভাল করিয়াই শিখিলেন।

ইংরেজ সৈন্যের সাদাপোষাক দেখিয়া শত্রুপক্ষ সহজেই তাহাদিগকে দূর হইতে লক্ষ্য করিতে পারিত, সেই জন্য অবশেষে তাহাদের পোষাক গুলি চা এবং তামাকের জলে ভিজাইয়া লইতে হইয়াছিল। তাহার পর হইতেই খাকী পোষাকের সৃষ্টি। সৈন্যদিগকে খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। অনেক সময় বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে ডোবার কাদাজল পান করিতে হইয়াছে। এদিকে আবার ঘোড়াগুলিও খাইতে না পাইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। জিনিসপত্র চালান করিবারও সুবিধা ছিল না; রেলওয়েগুলি সব আরবী পাশা দখল করিয়া বসিয়াছিল। অবশেষে যখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য যুদ্ধ সাজে সজ্জিত কতগুলি ট্রেন্ পাঠান তখন তাহাদের সকল অসুবিধা দূর হইয়া গেল। রণপোতের মত সজ্জিত সমর-শকট যুদ্ধে এই প্রথম ব্যবহৃত হইল। বালুভরা ছালা ট্রেনের উপরে রাখা হইয়াছিল, ইহার উপর শত্রুর গোলা পড়িয়া গাড়ীর কোনো ক্ষতিই করিতে পারে না। তা ছাড়া ট্রেনের দেহ রক্ষার আরো নানা প্রকার বন্দোবস্ত ছিল। এদিকে সবগুলি ট্রেনেই কামান বসান। এই ট্রেন্-গুলি গিয়াই শত্রুপক্ষকে অত্যন্ত জব্দ করিয়া ফেলে।

আরবী পাশার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ঠিক করিলেন সেখানে তাঁহারা ১২০০০ হাজার সৈন্য রাখিবেন। এই সৈন্যবলের সাহায্যে খেদিবের গভর্ণমেণ্টও বজায় থাকিবে, সময় সময় যে সব বিদ্রোহ ও অরাজকতা দেখা দেয় সে সবও দমন করা চলিবে,—ইহাই ছিল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া সেখানকার স্থানীয় লোক লইয়া একটা সৈন্যদল গঠনের প্রস্তাবও ঠিক হইল। কীচ্‌নার হইলেন অশ্বারোহী সেনাদলের দ্বিতীয় সেনাপতি। একদল নিতান্ত আনাড়ি লোককে শিক্ষা দেওয়ার ভার তাঁহার উপরে পড়িয়াছিল।

তিনি তাঁহার সমস্ত কাজ এমন সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে অল্পদিনেই কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। তিনি যে কালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিবেন এ কথা তখন অনেকেই বলিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাদীর অভ্যুদয়

আল্‌বানীয়ায় মহম্মদ আলি নামে একজন বিখ্যাত তামাকের মহাজন ছিল। যে বৎসর নেপোলিয়ান্ ও ওয়েলিংটনের জন্ম হয় ঠিক সেই বৎসর মহম্মদ আলিরও জন্ম হয়। মহম্মদ আলি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। তিনি প্রথমে তুরস্কের সুলতানের প্রতিনিধি হইয়া মিশর শাসন করিতেন, অবশেষে বিদ্রোহী হইয়া তিনি সীরিয়া জয় করেন এবং কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল্ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে চেষ্টা করেন। একমাত্র রুশিয়ার ভয়েই এই শেষোক্ত কাজ হইতে তাঁহাকে বিরত হইতে হয়। ইহার কিছুদিন পর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স্ সীরিয়া ত্যাগ করিবার জন্য মহম্মদ আলিকে বাধ্য করেন এবং তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে তিনি আবার সুলতানের প্রতিনিধি হইয়া মিশর শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার অধীনে মিশরের ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তিনি সুদান রাজ্য জয় করিয়া খার্টুমে তাহার রাজধানী স্থাপন করেন। খার্টুম্ দাসব্যবসায়ের একটা কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠে।

মহম্মদআলির পুত্র সৈদ পাশা যখন শাসনকর্ত্তা তখন তিনি ফরাসীদিগকে সুয়েজ খাল খনন করিবার অনুমতি প্রদান করেন। সৈদ পাশার পর ইস্‌মাইল পাশা শাসনকর্ত্তা হ'ন। তিনিই প্রথম "খেদিব"

উপাধি লাভ করেন। "খেদিব" একটা পার্শী শব্দ ; ইহার অর্থ "যুবরাজ।" এই উপাধি পাওয়ার জন্য ইনি সুলতানকে ৯ লক্ষ টাকার স্থলে ৯৯ লক্ষ্য ৭৫ হাজার টাকা কর দিতে সম্মত হন। ইহা ছাড়া তিনি আরো নানারূপ অমিতব্যয়িতার কাজ করিয়া এত অর্থাভাবে পতিত হ'ন যে সুয়েজ খালে তাঁহার যে অংশ ছিল তাহা তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলেন। যে মূল্যে তিনি সেই অংশ বিক্রয় করিয়াছিলেন আজ সেই অংশের মূল্য তদপেক্ষা পাঁচগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

মানুষ একবার অমিতব্যয়ী হইলে তাহার আর অর্থে কুলাইয়া উঠে না। যত উপায়েই সে অর্থোপার্জ্জন করুক না কেন, তাহার অভাব কোনোদিন দূর হয় না। কাজেই তাহার দুরবস্থা অবশ্যম্ভাবী এবং শেষে এমন এক দিন আসে যখন আর কিছুতেই আবশ্যকীয় অর্থের জোগাড় হয় না। ইস্‌মাইল পাশারও তাহাই হইল। প্রজাদের নিকট হইতে নানারূপ অত্যাচার করিয়া অর্থশোষণ করিয়াও তাঁহার অভাব অনাটন দূর হইল না, অবশেষে তাঁহাকে দেউলিয়া হইতে হইল। গতিক দেখিয়া রাজস্বের আয়ব্যয়ের ভার ইংরেজ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের উপরে পড়িল। তাঁহারা দেখিলেন ইস্‌মাইল পাশাকে না তাড়াইলে চলিতেছে না। তদনুসারে তাঁহার স্থলে তাঁহার পুত্র ত্যুফিক্ পাশাকে "খেদিব" করা হইল। এই ত্যুফিক্ পাশার সময়েই আরবি পাশার বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

মিশরে শান্তি স্থাপিত হইল বটে কিন্তু সুদানে আবার অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিল। দেশীয় সৈন্যেরা সুদান দখল করিয়া বসিয়া রহিল। এদিকে মহম্মদ আমেদ্ নামে এক ব্যক্তি "মাদী" উপাধি ধারণ করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সেখানে মুসলমানেরা ভগবানের অবতারকে

"মাদী" বলে। গোঁড়া মুসলমানগণ বলিতে লাগিল, লোকটা অবতার নহে, প্রতারক মাত্র; কেহ তাহাকে "মিথ্যা অবতার" নামে অভিহিত করিতে লাগিল। কিন্তু সুদানের সাধারণ লোকেরা তাহাকে অবতার বলিয়াই বিশ্বাস করিল এবং তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। এই মাদী একটা সাধারণ লোকের সন্তান; তাহার পিতার ব্যবসা ছিল নৌকা প্রস্তুত করা। ডঙ্গোলা নামক স্থানে তাহাদের বাড়ী ছিল।

সুশাসনের অভাবে সকল লোক মিশর গভর্ণমেণ্টের উপর চটা ছিল। মাদী এই গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। দলে দলে লোক তাহার অধীনে সৈন্যদলভুক্ত হইতে লাগিল। মাদীর সৈন্যদল ইল্‌ওবিদ্ সহর দখল করিয়া বসিল। ইংরেজ সেনাপতি হীক্স্ তখন মিশরে ছিলেন; সেখানে তিনি হীক্স্ পাশা নামে খ্যাত ছিলেন। খেদিব ১০,০০০ হাজার সৈন্য দিয়া তাঁহাকে মাদীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।—হীক্স্ মরু-অভিযানে চলিলেন বটে কিন্তু মরুপ্রদেশে কেমন করিয়া যুদ্ধ করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না। কাজেই তাঁহার দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না। রাস্তা দেখাইবার জন্য যে কয়জন লোক তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই ছিল মাদীর গুপ্তচর। ইহারা তাঁহাকে নানা প্রকার ফাঁদে ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তিন দিন তিন রাত্রির মধ্যে তাঁহারা একটুও জল পাইলেন না। জলাভাবে অনেক লোক মারা গেল। যে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল তাহারা এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে মাদীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে তাহারা দাঁড়াইতে পারিল না। হীক্স্ পাশা সসৈন্যে সেই যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। এই যুদ্ধ জয় করিয়া মাদীর প্রতিপত্তি অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাহার এই বিজয় বার্ত্তা দিকে দিকে রটিয়া গেল এবং সকলেই তাহাকে যথার্থ অবতার বলিয়াই মনে করিতে লাগিল। যাহারা

একদিন তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহাদের সেই অবিশ্বাস দূর হইয়া গেল।

এই দিকে যখন এইরূপ গোলমাল চলিতেছিল কীচ্‌নার তখন সীনাইএ ছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মিশরে পৌঁছিবার জন্য তিনি এত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন যে ঠিক পথে না গিয়া তিনি মরুভূমির ভিতর দিয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে তিনজন স্থানীয় লোক উটের পিঠে চড়িয়া চলিল, আর তিনি একটা আরব দেশীয় ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন। পথে তাঁহাদের এত কষ্ট হইয়াছিল যে দুইজন আরব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কীচ্‌নার বলিয়াছেন যে এত কষ্টে তিনি কোনোদিন পথ চলেন নাই। যাহা হোক অবশেষে তিনি ইস্‌মালিয়াতে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সেখান হইতে ট্রেনে কাইরো গেলেন।

কাইরোতে গিয়া শুনিলেন যে সুদানের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকেই চলিয়াছে। মাদীর ক্ষমতা ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। তাহাকে দমন করিতে হইলে এখন সেখানে ভালরকম যুদ্ধের আয়োজন করা দরকার। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন্‌ ছিলেন ইহার বিরোধী। তিনি বলিলেন, মিশরের কোন্‌ মরুভূমিতে গিয়া ব্রিটেনের সৈন্যেরা মারা পড়িবে! কাজ নাই আর যুদ্ধ করিয়া! খেদিবকেও তিনি সুদানের আশা ত্যাগ করিতেই বলিলেন। খেদিবের অধীনে তখন যে সৈন্য ছিল তাহা সুদান বিজয়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়, কাজেই তখনকার মত সকলকেই চুপ করিয়া যাইতে হইল।

কিন্তু ইওরোপে ইহা লইয়া বেশ আন্দোলন চলিল। সকলেই বলিতে লাগিল যে মিশরের এত নিকটে যদি একটা ক্ষমতাশালী রাজ্য স্থাপিত হয় তাহা হইলে মিশরের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ মিশর

জয় করা যে মাদীর জীবনের একটা উদ্দেশ্য তাহাও সকলেই জানিত। লণ্ডনেও এ সম্বন্ধে পত্রিকাতে অনেক লেখালেখি চলিল। অবশেষে ঠিক হইল একজন খুব উপযুক্ত লোককে সুদানে পাঠান হইবে। উপযুক্ত লোক যিনি ঠিক হইলেন তাঁহার নাম জেনারেল গর্ডন্। ইনি চীন দেশে একটা বিদ্রোহ দমন করিয়া এমন বিখ্যাত হইয়া গিয়াছিলেন যে লোকে তাঁহাকে "চীনাগর্ডন্" বলিত। তা'ছাড়া তিনি সুদানেও কিছুদিন কাজ করিয়া আসিয়াছিলেন। ইস্‌মাইল পাশা যখন খেদিব তখন তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার গভর্ণর ছিলেন। জেনারেল গর্ডন্ খুব সাহসী, ধীর ও গম্ভীর লোক ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত মহৎ ছিল; দাসব্যবসায় তুলিয়া দিবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছেন। এই সব উদারতা মহত্ত্বের জন্য তাঁহার সুনাম ছিল বলিয়া গভর্ণমেণ্ট মনে করিলেন—সুদানে ইঁহাকে পাঠাইলেই যথার্থ কাজ হইবে। কিন্তু সুদানের অবস্থা তখন অন্যরূপ। যাহারা মাদীকে মানিত না তাহারাও এখন ভয়ে তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা একদিন গর্ডন্‌কে খাতির করিত তাহারাও এখন আর তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে অসমর্থ। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গর্ডন্‌কে সুদানে পাঠান হয়। তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হয় যে সুদানের অবস্থা লিখিয়া পাঠানই তাঁহার প্রধান কার্য্য, তাঁহাকে অন্য কিছু করিতে হইবে না। কোনো প্রকার যুদ্ধ বা ঝগড়াঝাঁটিতে তিনি যেন লিপ্ত না হন। দ্বিতীয়তঃ, সুদানে ব্রিটিশ পক্ষের যে সব সৈন্য আছে তাহারা কি উপায়ে সেখান হইতে নিরাপদে চলিয়া আসিতে পারে তৎসম্বন্ধে গর্ডনকে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

গর্ডন প্রথম ভাবিয়াছিলেন যে তিনি মাদীর সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিবেন কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে ইহাতে তাঁহার কৃতকার্য্য

হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অথচ ভাব না করিয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া পলায়ন করাও নিতান্ত অপমানজনক; গর্ডনের মত সাহসী সেনাপতির পক্ষে ইহার চিন্তাও কষ্টকর। কিন্তু গর্ডন্‌কে আর কষ্ট করিতে হইল না। দেখিতে না দেখিতে খার্টুমের সকল লোক মাদীর পক্ষ হইয়া সহর ছাড়িয়া চলিয়া গেল; মাদীর সৈন্যেরা তখন সহর অবরোধ করিল। গর্ডন্ খার্টুম্ ছাড়িয়া যাইতেছেন না দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে দোষ দিতে লাগিল। তিনি তখন কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়া জানাইলেন, "গভর্ণমেণ্টের আদেশ সত্ত্বেও আমি যে খার্টুম্ ছাড়িয়া যাইতেছি না তাহার কারণ খার্টুম্ ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই, আরবগণ আমাকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে।"

তখন ঠিক হইল, গর্ডন্‌কে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য লর্ড উল্‌সলীকে সসৈন্যে প্রেরণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহা নির্দ্ধারণ করিতেই এত সময় লাগিয়া গেল যে উল্‌সলী গভর্ণমেণ্টের হুকুম পাইলেন গর্ডন অবরুদ্ধ হওয়ার পাঁচমাস পরে। তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হইল, শুধু গর্ডন্‌কে উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে, অন্য কোনো যুদ্ধ বা গণ্ডগোলে যেন তিনি লিপ্ত না হন।

কীচ্‌নার তখন ইন্‌টেলিজেন্স্ ডিপার্টমেণ্ট ভুক্ত ছিলেন। এই বিভাগের কাজ হইল নানাদিক হইতে সকল সংবাদ সংগ্রহ করা। ইহা অনেকটা দূতের কাজ ও আধুনিক গোয়েন্দার কাজের সংমিশ্রণ। কীচ্‌নার এই বিভাগে থাকিয়া অনেক গোয়েন্দাগিরি করিয়াছিলেন। তাঁহার লম্বা দাড়ি ছিল, দরবেশের মত পোষাক ছিল এবং সঙ্গে সুলতানের এক "ফার্ম্মাণ" ছিল, তাহাতে তাঁহাকে 'আবদুল্লা বে' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মোল্লার পোষাক পরিয়া আবদুল্লা মাদীর পক্ষীয় লোকদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেন; পরিষ্কার আরবী বলিতে পারিতেন

বলিয়া কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। একবার একজন ইংরেজ সৈনিক তাঁহাকে শত্রুপক্ষের লোক মনে করিয়া গুলি করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি কীচ্‌নার।" সে যাত্রা তিনি বড় বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

কীচ্‌নার গর্ডনকে সর্ব্বদাই নানা প্রকার সংবাদ প্রেরণ করিতেন। কলে কৌশলে তাঁহার নিকট পত্রিকাও পাঠাইতেন। তাঁহাকে উদ্ধার করিবার কোন্‌দিকে কি রকম আয়োজন হইতেছে কীচ্‌নার সে সমস্ত গর্ডনকে লিখিয়া জানাইতেন। গর্ডনের বন্ধু কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট ১০ই সেপ্টেম্বর ৪০ জন সৈন্য লইয়া একটা ষ্টিমারে খার্টুম হইতে যাত্রা করেন। পথে একটা পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া ষ্টিমারখানা ডুবিয়া যায়। ষ্টুয়ার্ট ও তাঁহার সৈন্যগণ তীরে উঠিয়া একটা ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেইখানে তাঁহাদিগকে খুন করা হয়। ১৪ জন সৈনিক সেই ভাঙ্গা ষ্টিমারটাতে ছিল; তাহারা মৃত্যুর হাত এড়াইয়া শত্রুর হস্তে বন্দী হয়। ষ্টুয়ার্টের এই মৃত্যুসংবাদ গর্ডন্ কীচ্‌নারের নিকট হইতে জানিতে পারেন।

ডিসেম্বর মাসে লর্ড উল্‌স্‌লীর সেনাদল গর্ডন্‌কে উদ্ধার করিতে খার্টুমের দিকে অগ্রসর হয়। কিছুদুর গিয়া সেনাপতি সৈন্যদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন; একদল জেনারেল আর্লের অধীনে বার্‌বার্ সহরের দিকে যাত্রা করিল, অপর দল সার হার্বার্ট ষ্টুয়ার্টের অধীনে মরুভূমি পার হইয়া খার্টুমের দিকে চলিল। এই দ্বিতীয় দল মেতেম্মার নিকট নীলনদের তীরে পৌঁছিলে সার চার্লস্ উইল্‌সনের অধীনে একদল সৈন্যকে ষ্টিমার সহযোগে খার্টুমে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, এইরূপ পরামর্শ হইল।—কীচ্‌নার এই ষ্টুয়ার্টের দলভুক্ত ছিলেন।

মরুপ্রদেশে যুদ্ধ করিতে হইলে জলের বন্দোবস্ত রাখা দরকার।

নতুবা সৈন্তেরা যদি পিপাসায় অস্থির হইয়া উঠে তাহা হইলে তাহারা যুদ্ধ করিবে কেমন করিয়া?—পথিমধ্যে জগ্‌দেলে কতগুলি জলাশয় ছিল। সেগুলি শত্রুদের হস্তগত না হয় সেজন্য ১৩০০ সৈন্যকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে করিয়া সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কীচ্‌নারও সেই সঙ্গে তথায় গমন করেন। সেখানে গিয়া কেহই আর জলাশয় খুঁজিয়া পায় না। অবশেষে কীচ্‌নার তাহা বাহির করিয়া দেন।—সেইপথে মাদীর সাহায্যার্থ খাদ্যদ্রব্যাদি যাইত, সৈনিকেরা সেগুলি আট্‌কাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। এদিকে কীচ্‌নার একটা পাহাড়ের গায় গুহার মধ্যে দরবেশের মত দিন যাপন করিতে লাগিলেন এবং সেখান হইতে শত্রুপক্ষের সকল খবর জানিতে আরম্ভ করিলেন। ষ্টুয়ার্ট তাঁহার সেনাদল সহ জগ্‌দেলে পৌঁছিলে কীচ্‌নারকে সেখান হইতে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করা হয়। অনিচ্ছা-সত্বেও তিনি ফিরিয়া গেলেন। ষ্টুয়ার্টও সেখান হইতে আবু ক্লিয়ার দিকে যাত্রা করিলেন। আবু ক্লিয়াতেও অনেকগুলি পানীয়জলের কূপ ছিল। আবু ক্লিয়াতে একটা যুদ্ধ হয়; ষ্টুয়ার্টের অধীনে ৭০০০ হাজার সৈন্য ছিল। শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী ছিল, কাজেই ষ্টুয়ার্টের সৈন্তেরা তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিল না। কর্ণেল বার্ণেবী নামক একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী হত ও লর্ড্ বেরেস্‌ফোর্ড্ আহত হন।

দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় আবু-ক্রু নামক স্থানে। যুদ্ধে শত্রুরা হটিয়া গেল বটে কিন্তু সার হার্বার্ট্ ষ্টুয়ার্ট স্বয়ং গুরুতর রূপে আহত হইলেন। সার চার্ল্‌স্ উইল্‌সনের উপর তখন সৈন্য চালনার ভার পড়িল। তাঁহারা গুবাতে পৌঁছিলেন ২০শে জানুয়ারী। সেখান হইতে ষ্টিমার সহযোগে একদল সৈনিককে খার্টুম হইতে গর্ডন্‌কে লইয়া আসিবার জন্য প্রেরণ করা ঠিক হইল। খার্টুমে গর্ডনের অবস্থা তখন নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। দরবেশের দল চারিদিক হইতে সহর অবরোধ

করিয়া বসিয়া আছে; গর্ডনের রক্ত পান করিবার জন্য তাহারা তখন হিংস্র জন্তুর মত লালায়িত। এদিকে গর্ডন দিনের পর দিন ইংরেজ সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সহরে খাদ্য দ্রব্য সব ফুরাইয়া গিয়াছে। সৈন্যেরা গাধা, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির মাংস খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্ষুধার তাড়নায় লোকেরা গাছের পাতা-বাকল পর্য্যন্ত খাইতেছে। আর অন্নাভাবে কত লোক যে মরিয়াছে তাহারও ইয়ত্তাই নাই। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার লোকাভাবে রাস্তাঘাট মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

এই আর্ত্তনাদের লীলাভূমিতে দাঁড়াইয়াও গর্ডনের চিত্ত বিচলিত হয় নাই। বীর পুরুষদের মত এবং জ্ঞানীদের মত তিনি মৃত্যুকে ভয় করিতেন না। তিনি বলিতেন, "সকলেই যদি মৃত্যুকে একটি হাস্যোজ্জ্বল বন্ধুর মত গ্রহণ করিতে পারিত তাহা হইলে আমি বড় খুসী হইতাম। মৃত্যু ত বাস্তবিকই আমাদের বন্ধু, কারণ সে আমাদিগকে এই সঙ্কট-কণ্টকময় পৃথিবী হইতে আমাদের যথার্থ গৃহে আহ্বান করিয়া লইয়া যায়।" তিনি নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া খার্টুমের অধিবাসীদের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহাদের চিন্তায় তাঁহার সমস্ত চুল সাদা হইয়া গিয়াছিল। প্রতিমুহূর্ত্তেই ব্রিটিশ সৈন্যের পৌঁছিবার কথা আছে বলিয়া তিনি সকলকে সান্ত্বনা ও আশা দান করিতেন। নিরাশ হইয়া হইয়া সকলে তখন হতাশ হইয়া গিয়াছিল। ব্রিটিশ সৈন্য যে আর পৌঁছিবে এ কথা কেহই বিশ্বাস করিতে চাহিত না। তাহারা তখন মাদীর নিকট আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য গর্ডনকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখনো তিনি বলিতে লাগিলেন, "কালই সৈন্যেরা আসিয়া পৌঁছিবে।" ২৫শে জানুয়ারী তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি ইহাদিগকে আর কত আশ্বাস দিয়া রাখিব! আর ত কেউ আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারে না।"

গর্ডনের নিকট হইতে সংবাদ ও চিঠি পত্র লইয়া যে চারিখানি ষ্টিমার গুবাতে গিয়াছিল, তন্মধ্যে দুইখানি জাহাজ খাদ্যদ্রব্য, যুদ্ধের মাল-মশলা ও সৈন্য লইয়া ২৪শে জানুয়ারী খার্টুমের দিকে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে একটি জাহাজ পাহাড়ে লাগিয়া ডুবিয়া যায়, তাহাতে তাহাদের একদিন বিলম্ব ঘটে। ২৭শে জানুয়ারী তারিখে নীলনদের দুই তীর হইতে দরবেশেরা ষ্টিমারের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। তখনো তাহারা খার্টুম হইতে এক দিনের পথ দূরে; সকলেই আশা করিতেছে আগামী কল্যই তাহারা খার্টুমে পৌঁছিয়া গর্ডনকে উদ্ধার করিয়া আনিবে। এমন সময় একজন আরব তীর হইতে চেঁচাইয়া বলিল, "খার্টুম আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, গর্ডন আর বাঁচিয়া নাই।" এ কথা কেহ বিশ্বাস করিল না; সকলেই আশা করিতে লাগিল, আগামী কল্য প্রাতেই গর্ডনের সঙ্গে তাহাদের দেখা হইবে।

২৮শে জানুয়ারী বেলা ১১ টার সময় যখন ষ্টিমার হইতে খার্টুম্ দেখা গেল তখন দলে দলে মাদীর সৈন্য নদীতীরে পৌঁছিতে লাগিল। ষ্টিমার নিকটবর্ত্তী হইতেই সহস্র বন্দুক হইতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নদীর এক তীরে খার্টুম্ সহর এবং অন্য তীরে ওম্ডারম্যান্ সহর। দুই সহর হইতে ষ্টিমার লক্ষ্য করিয়া কামান দাগা হইতে লাগিল। সৌভাগ্যের বিষয় একটি গোলাও ষ্টিমারে লাগে নাই। ব্যাপার খানা কি যে দাঁড়াইয়াছে তাহা কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না। গভর্ণমেন্ট হাউসের উপরে মিশরের পতাকাও উড্ডীন ছিল না।

হায়! আর দুইদিন পূর্ব্বেও যদি ষ্টিমারগুলি খার্টুমে পৌঁছিত, তবে হয়ত গর্ডন রক্ষা পাইতেন। ষ্টিমার খার্টুমে পৌঁছিবার দুইদিন পূর্ব্বে মাদীর সৈন্যেরা সহরে প্রবেশ করে। গর্ডনের সৈন্যেরা তাহাদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা ছিল না।

শত্রুসৈন্যেরা সহস্র সহস্র নরনারী হত্যা করিয়া রাজপথে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। গর্ডন্‌ তাঁহার আপিসের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন; মাদীর অনুচরেরা বর্শা দ্বারা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। আক্রমণ করিবার সময় বলিয়াছিল, "দুশ্‌মন. তোর সময় হয়ে এসেছে!" গর্ডন্‌ দক্ষিণ হস্তের অসি কোষ-নিষ্কোশিত করেন নাই এবং বাম হস্তের রিভল্‌ভারও ব্যবহার করেন নাই। উপর্য্যুপরি দুইটি বর্শার আঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

এই দুঃসংবাদ যখন ইংলণ্ডে পৌছিল তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইহা শুনিয়া হৃদয়ে নিদারুণ শেলাঘাত প্রাপ্ত হইলেন। সকলেই এ সংবাদে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল।—সকলেই বলিতে লাগিল "too late, too late"—গর্ডন্‌কে সাহায্য করিবার জন্য সৈনিকেরা অতি বিলম্বে খার্টুমে পৌছিয়াছিল। এই "অতি বিলম্বের" জন্য সংসারে কত সর্ব্বনাশ হইয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। দুই দিন বিলম্বের জন্য গর্ডনের এই শোচনীয় পরিণাম হইল। পাঁচ মিনিট বিলম্বের জন্য নেপোলিয়ান্‌ ওয়াটার্লুর যুদ্ধে হারিয়া গিয়াছিলেন।

গর্ডনের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য সকলের প্রাণেই প্রতিহিংসার আগুণ জ্বলিতেছিল। কিন্তু নানা কারণে মাদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে হইল। কীচ্‌নার গুবাতে গেলেন; তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মপ্রণালীতে অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িলেন। যাহাহোক, সকলের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আরো তের বৎসর পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সুদান সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। মাদীও তাহার নবলব্ধ সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা বেশীদিন ভোগ করিতে পারে নাই; ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসেই তাহাকে নরলীলা সম্বরণ করিতে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মিশরে

যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করিতে গিয়া কীচ্‌নার চমৎকার অভিনয় করিবার ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সুদক্ষ অভিনেতা ভিন্ন আবদুল্লা সাজিয়া কে এমন সকলের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিত? অভিনয় ক্রীড়ায় তাঁহার বেশ রুচিও ছিল। লণ্ডনে ফিরিয়া গেলে ড্রুরী লেন্ থিয়েটারে সার অগষ্টাস্ হ্যারিসের একটা যুদ্ধ বিষয়ক নাটক অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল। উহার পর্য্যবেক্ষণের জন্য কীচ্‌নারকে ডাকিয়া নেওয়া হয়; বিজয়ী সৈন্যদের স্বদেশে প্রত্যাগমন প্রভৃতি ব্যাপার তাঁহার তত্ত্বাবধানে এমন সুন্দর ভাবে অভিনীত হইয়াছিল যে দর্শকেরা সকলেই বলিয়াছিল, রঙ্গমঞ্চে এমন সমরসজ্জা তাহারা আর দেখে নাই।

এই সময়ে কীচ্‌নারকে জান্‌জিবারে প্রেরণ করা হয়। সেখানে জার্ম্মান্ সাম্রাজ্য ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটা সীমানা ঠিক করা হইতেছিল। তিনি সেই কাজ সম্পূর্ণ করিয়া সুদানে ফিরিয়া যান। সেখানে সুয়াকিন্ নামক স্থানে তিনি সৈনিকদের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি দুই বৎসর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ওস্‌মান্ দিগ্‌নো নামক একজন তুর্কি দাসব্যবসায়ী সেখানে তখন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। গর্ডনের বিরুদ্ধে মাদীর যুদ্ধের সময় সে মাদীকে অনেক সাহায্য করিয়াছিল। দাস ব্যবসা লইয়া ওস্‌মানের সঙ্গে অনেকদিন যাবৎই ইংরাজদের গোলমাল চলিতেছিল। কীচ্‌নারের সৈন্যদের সঙ্গে তাহার সৈন্যদের প্রায়ই মারামারিও হইত। অবশেষে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে

ওস্‌মান সুয়াকিন্ অবরোধ করিবার জন্য অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। কীচ্‌নার সংবাদ পাইয়া একদল সৈন্য লইয়া ওস্‌মানের সৈনিকদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন, ওস্‌মান এখানে সেখানে পলাইয়া ফিরিতে লাগিল। এবং অবশেষে অতি কষ্টে প্রাণে বাঁচিয়া গেল। কীচ্‌নারও সেবার আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। একটা গুলি তাঁহার চোয়ালে লাগিয়া ঘাড়ের ভিতর ঢুকিয়া যায়। ঘাড়ের মধ্যে ঐ গুলিটি তিন বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। তাঁহার গালে এই গুলির দাগ মৃত্যু পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল; ইহা ঢাকিবার জন্যই তিনি অত বড় বড় গোঁফ রাখিতেন। এই ক্ষত চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে প্রথম কাইরোতে ও পরে লণ্ডনে যাইতে হয়। লণ্ডন হইতে ফিরিয়া গিয়া তিনি ওস্‌মান্ ডিগ্‌নার বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধে ওস্‌মান্ একেবারে পরাভূত হয় এবং সুয়াকিন্‌ও চিরকালের জন্য আক্রমণের আশঙ্কা হইতে রক্ষা পায়। কীচ্‌নার এই যুদ্ধে এমন কৃতিত্ব দেখান যে তাঁহাকে "সি, বি," (C. B.) উপাধি প্রদান করা হয়।

সুয়াকিন্ হইতে কীচ্‌নার কাইরোতে গমন করেন। সেখানে তিনি বিশেষ ভাবে ব্রিটিশ ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সেখানকার প্রধান সেনাপতি সার্ ফ্রান্‌সিস্ গ্রেন্‌ফেল্ পদত্যাগ করেন। কীচ্‌নারকে সেই পদে নিযুক্ত করা হয়। প্রধান সেনাপতিকে মিশরের রীতি অনুসারে সর্দ্দার বলা হইত সুতরাং কীচ্‌নার হইলেন মিশরের সর্দ্দার।

সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়াই তিনি সৈনিক বিভাগের শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলেন। সাধারণ সেনা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত, কেহই কীচ্‌নারের শাসন এড়াইতে পারিত না। তিনি অনেক সময় নিজে গোপনে অনুসন্ধান করিয়া অনেক তথ্য

আবিষ্কার করিতেন। অচিরে সকলেই জানিতে পারিল মিশরের সেনাবিভাগ একজন শক্ত লোকের হাতে পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি কেবল কড়া শাসনই করিতেন না, সৈনিকবিভাগের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। সৈনিকবিভাগের অসম্মানকে তিনি নিজের অসম্মান বলিয়াই মনে করিতেন।—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে খেদিব সেনাবিভাগ পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ইহাতে কীচ্‌নার নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া চাকুরী ত্যাগ করিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত প্রেরণ করেন। ব্রিটেনের গভর্ণমেণ্ট কীচ্‌নারের পক্ষই সমর্থন করিলেন। খেদিব তখন মহা মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন। তিনি কীচ্‌নারকে পদত্যাগ না করিতে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কীচ্‌নার বলিলেন খেদিব যে পর্য্যন্ত তাঁহার কথা উঠাইয়া না লইবেন তিনিও ততদিন পদত্যাগের দরখাস্ত ফিরাইয়া লইবেন না। কাজেই খেদিবকে বাধ্য হইয়া ইংরাজী, ফরাসী ও আরবী ভাষায় ঘোষণাপত্র প্রচার করিতে হইল যে তিনি মিশরের সৈন্যগণের শিক্ষায় ও উহার কর্ম্মচারীদের কৃতিত্বে অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছেন। এদিকে মহারাণী ভিক্টোরিয়াও তাঁহাকে নাইট্‌ উপাধি প্রদান করিলেন। সুতরাং তখন হইতে তিনি হইলেন স্যার হার্বার্ট কীচ্‌নার।

সুদান জয় করিবার জন্য কীচ্‌নারের প্রবল আগ্রহ ছিল। কিন্তু ব্রিটিশগভর্ণমেণ্ট এতদিন অনুমতি প্রদান করেন নাই বলিয়া তাঁহার ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছিলেন না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশগভর্ণমেণ্টের মত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে খার্টুমে যতদিন মাদীর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে ততদিন মিশরে ইংরেজের আধিপত্য স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং ব্রিটিশগভর্ণমেণ্ট ডঙ্গোলা প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিবার জন্য কীচ্‌নারকে

অনুমতি প্রদান করিলেন। এই সংবাদ বহন করিয়া যে টেলিগ্রাম মিশরে পৌঁছিল তাহা যখন কীচ্‌নারের কর্ম্মচারী ওয়াট্‌সনের হস্তগত হইল তখন তিনি বীলিয়ার্ড খেলিতেছিলেন, টেলিগ্রাম পাইয়াই খেলা ফেলিয়া তিনি কীচ্‌নারের নিকট দৌড়িলেন। গিয়া দেখেন বাড়ীটি অন্ধকার, কীচ্‌নার আলো নিবাইয়া ঘুমাইয়া আছেন। তাঁহাকে জাগাইবার অন্য কোনো পন্থা আবিষ্কার করিতে না পারিয়া অবশেষে তিনি কীচ্‌নারের জানালায় ঢিল ছুড়িতে লাগিলেন। ঘুম হইতে এই ভাবে জাগরিত হওয়ায় কীচ্‌নারের মেজাজ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি টেলিগ্রামটি পড়িলেন তখন মনে বিরক্তির ভাব থাকা ত দূরের কথা, তাঁহার এত অধিক আনন্দ হইল যে, তিনি ওয়াট্‌সনের হাত ধরিয়া সেখানে উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন।

তিন মাসের মধ্যেই ডঙ্গোলা অধিকৃত হইয়া গেল। ইহা অধিকার করিতে কীচ্‌নারকে তেমন কোনো যুদ্ধ করিতে হয় নাই। তিনি রাত্রিকালে শত্রুপক্ষকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দেন। বিশেষ যুদ্ধ না করিতে হইলেও কীচ্‌নারকে অনেক অসুবিধা ও বিপদের সঙ্গে লড়াই করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সেনাদলে কলেরা প্রভৃতি ব্যারাম দেখা দিয়া তাঁহাকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। অপর দিকে সেখানে ট্রেন্ না থাকাতে যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা ছিল। মরুভূমির মধ্য দিয়া ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া সৈন্যচালনা করা এক বিষম কঠিন কাজ। একবার ১৪০০ সৈন্যের মধ্যে পথে ঝড়ে সকলে মরিয়া গিয়া কেবলমাত্র ৭০ জন শিবিরে ফিরিয়া গিয়াছিল। ট্রেনের অভাবে সৈন্যদের রসদ জোগাইবারও অনেক অসুবিধা ঘটিত। তাই কীচ্‌নার রেলপথ নির্ম্মাণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। কিন্তু সে কাজও বড় সহজ ছিল না। একবার এক বৃষ্টিতে কয়েক মাইল

পর্য্যন্ত রেলপথ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল।—তবে প্রকৃতির এই অত্যাচার যেমন নিদারুণ, কীচ্‌নারের প্রতিজ্ঞাও তেমন ভীষণ। তিনি কিছুতেই দমিলেন না, জামার আস্তিন গুটাইয়া নিজে সকলের সঙ্গে কাজে লাগিয়া গেলেন। বন্যার জল হইতে তাঁহারা ডুবাইয়া ডুবাইয়া নিমজ্জিত জিনিসপত্র উদ্ধার করিয়াছেন। কীচ্‌নারের এই অগ্নিময় উৎসাহে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ মাইল দীর্ঘ এক রেলপথ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল।

তখনও তিনি খার্টুম্ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার অনুমতি পান নাই। কীচ্‌নার সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে গিয়া সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলেন যে, সমগ্র সুদান বিজয় করিবার সময় আসিয়াছে; মাদীর ক্ষমতাকে ধ্বংস করিবার কাল এখনি উপস্থিত কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। কীচ্‌নার খার্টুম অধিকারের অনুমতি লইয়া ডিসেম্বর মাসে মিশরে ফিরিয়া গেলেন।

গভর্ণমেণ্ট সার রেড্‌ভার্স্ বুলারকে এই যুদ্ধে কত খরচ লাগিবে তাহার একটা হিসাব দিতে বলিলেন। বুলার হিসাব করিয়া বলিলেন ৫,২৫০০,০০০, পাঁচ কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা লাগিবে। তৎপর কীচ্‌নারের মত জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি বলিলেন, ৭৫০০,০০০, পঁচাত্তর লক্ষ টাকা হইলেই চলিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ টাকাতেই তিনি সমস্ত খরচ চালাইয়া দিলেন। সকল বিষয়েই তাঁহার সুন্দর দক্ষতা ছিল। এদিকে দুষ্টবুদ্ধিও তাঁহার কম ছিল না। সুদান বিজয়ের পূর্ব্বে তিনি মরুভূমির মধ্যে টেলিগ্রামের তার বসাইলেন। শত্রুরা বারম্বার সেই তার কাটিয়া দিতে লাগিল। কীচ্‌নার প্রত্যেক বারই নূতন করিয়া তার বসাইতে লাগিলেন। অবশেষে জানা গেল যে টেলিগ্রাফের যথার্থ তার মাটির ভিতর দিয়া গিয়াছে। শত্রুর চোখে

ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য তিনি উপরের নকল তার খুড়িয়া দিতেছিলেন।

কীচ্‌নার যখন সুদান বিজয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন তখন তাঁহাকে নানাদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইত। একদিকে যুদ্ধের কাজ ত রহিয়াছেই, অপরদিকে রেলপথ নির্ম্মাণ করা, মরুভূমির মধ্যে কূপ খনন করা, খরচ-পত্রের দিকে দৃষ্টি রাখা—সমস্তই তাঁহাকে করিতে হইত। তিনি সকল কাজই অত্যন্ত দক্ষতার সহিত করিতে পারিতেন। তাঁহার মত এমন সুনিপুণ লোকের হাতে সুদান বিজয়ের ভার ছিল বলিয়াই সমস্ত কাজ এমন শৃঙ্খলার সহিত সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। নতুবা আফ্রিকার সেই মরুভূমিতে তাঁহার সৈন্যেরা খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে মারা পড়িত। মরুভূমিতে জলকষ্টই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এত সৈন্যের জল সরবরাহ করা সহজ কথা নয়। তাই কীচ্‌নার মনে করিলেন মরুভূমিতে কূপ খনন করাইতে হইবে। তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া অনেকে হাসিল। তিনি পশ্চাৎপদ হইবার লোক নহেন। প্রথম দুইবারের চেষ্টা বিফল হইল কিন্তু তৃতীয় বারের চেষ্টায় জল বাহির হইল।—এদিকে রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে যে তিনি সিদ্ধহস্ত তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল কীচ্‌নার আট্‌বারার যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। তৎপর তিনি খার্টুমের দিকে চলিলেন। কেরেরীতে পৌঁছিয়া একটি পাহাড়ের উপর হইতে কীচ্‌নার দেখিতে পাইলেন দূরে নীলনদের এক তীরে ওম্‌ডারম্যান্ সহর, তাহাতে মাদীর প্রকাণ্ড সমাধি শোভা পাইতেছে এবং অপর তীরে খার্টুম্ সহর শোভা পাইতেছে। কীচ্‌নারের স্থল-সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছোট যুদ্ধজাহাজ নীলনদের জলপথে অগ্রসর হইতেছিল। ১লা সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে সেই যুদ্ধজাহাজ

হইতেই প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল। কয়েকটা গোলা মাদীর সমাধিস্তম্ভে পড়িয়া উহার গুম্বজটা স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জাহাজগুলি পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল কেননা তখন পর্য্যন্ত প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই।

সেই রাত্রে কীচ্‌নারের সৈন্যগণ রণসাজে সজ্জিত হইয়াই নিদ্রা গেল। খলিফাও তাঁহার সৈন্যগণ সহ শিবিরে নিদ্রিত ছিলেন।—সুদানের শাসনকর্ত্তাকে খলিফা বলিত।—ইংরেজ শিবিরে শাস্ত্রীরা পাহারা দিতেছিল; আর যুদ্ধ জাহাজের সার্চ্চলাইট্‌গুলি চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহুদূর পর্যন্ত তাহাদের তীব্র রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছিল। খলিফা যেখানে সসৈন্য ঘুমাইতেছিলেন সেই তীব্র আলোক সহসা গিয়া সেইখানে পড়িল। খলিফা ও তাঁহার সেনাপতিগণ বিস্‌মল্লা বলিয়া লাফাইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল চারিদিক অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত আর বহুদূরে নদী-তীরে একটা প্রকাণ্ড আলোকের গোলা—যেন একটা বিকট দানবের চক্ষু। খলিফা তাঁহার সেনাপতি ওস্‌মানের কাঁধে হাত রাখিয়া কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওস্‌মান, ওটা কি?" ওস্‌মান বলিল, "হুজুর, ওরা আমাদের উপর নজর দিচ্ছে।"—একথা শুনিয়া খলিফার মনে এত ভয় হইল যে তিনি তাঁহার তাঁবুটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অনেকে ভয়ে চোখ ঢাকিয়া রাখিয়াছিল; তাহাদের ভয় হইয়াছিল ঐ আলোকরশ্মিতে হয়ত তাহাদের চোখ অন্ধ হইয়া যাইবে।

শেষরাত্রে রণভেরীর শব্দে কীচ্‌নারের সৈন্যগণ জাগিয়া উঠিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, কীচ্‌নার জয়লাভ করিলেন। এক ফুৎকারে যেন সুদান জয় করা হইয়া গেল। মাদীর প্রভুত্ব চিরদিনের জন্য লোপ পাইল। সেই রাত্রেই

কীচ্‌নার বিজয়ী বীরের বেশে ওম্‌ডারম্যানে প্রবেশ করিলেন। অধিবাসীরা তাঁহাকে "লু! লু! লু!" শব্দে অভ্যর্থনা করিল। উহাই তাহাদের অভ্যর্থনার ভাষা।

কীচ্‌নার শুক্রবার দিন যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন, রবিবার দিনই কয়েকজন পুরোহিত সঙ্গে লইয়া তিনি খার্টুমে গেলেন। সেখানে গর্ডনের সমাধির পার্শ্বে তাঁহারা উপাসনা করিলেন এবং সমাধির পুরোভাগে ব্রিটেনের ও মিশরের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিয়া দিলেন। কীচ্‌নার ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ সামরিক প্রথানুসারে গর্ডনকে অভিবাদন করিলেন; সৈন্যগণ তিনবার চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া জয়ধ্বনি করিল। হায়, চৌদ্দবৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই স্থলেই গর্ডন্ এই জয়ধ্বনি শুনিবার জন্য দিনের পর দিন উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন।

সুদান অধিকার করিবার কিছুদিন পর কীচ্‌নার শুনিলেন যে একজন ফরাসী সেনাপতি কেসোডানামক স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি এই সংবাদ পাইয়াই কেসোডায় গেলেন এবং ফরাসী-সেনাপতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। তৎপর তিনি সেখানে মিশরের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিলেন। সেখানে যে তৎপূর্ব্বেই ফরাসী পতাকা উড়িতেছিল কীচ্‌নার যেন তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। অনেক চিন্তা করিয়াই তিনি ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেন নাই। তিনি মিশরের সেনাপতি, সুতরাং মিশর গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়াই তিনি সেখানে মিশরের পতাকা উড্ডীন করিলেন। কেসোডা ত্যাগ করিয়াই তিনি আরও ৬৩ মাইল দক্ষিণে গিয়া আরেকটি পতাকা স্থাপন করিলেন।

ইহা লইয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ফরাসী গভর্ণমেণ্টের মধ্যে কিছুদিন বাদানুবাদ চলিল; অবশেষে পরস্পর একটা মীমাংসা হইয়া

গেল, তদনুসারে ফরাসী সেনাপতি সুদান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কীচ্‌নার যখন লণ্ডনে ফিরিয়া গেলেন তখন সেখানকার অধিবাসীরা তাঁহাকে বিরাট অভ্যর্থনা প্রদান করিল। মহারাণী তাঁহাকে নূতন নূতন উপাধি প্রদান করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তখন হইতে তিনি হইলেন "লর্ড্‌ কীচ্‌নার অব্‌ খার্টুম্‌"। সে সময় তিনি এত লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন যে যখন তিনি খার্টুমে গর্ডনের স্মৃতিরক্ষার্থ একটি কলেজ স্থাপনের জন্য জনসাধারণের নিকট ১৫০০,০০০৲ টাকা চান তখন কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ১৮০০,০০০৲ উঠিয়া যায়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কীচ্‌নার সুদানের বড়লাট হইয়া তথায় গমন করেন। কিন্তু তিনি সেখানে বেশী দিন থাকিতে পারেন নাই। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর বুয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয়; উক্ত খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি কর্মত্যাগ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন লর্ড্‌ রবার্ট্‌স্‌কে প্রধান সেনাপতি করিয়া পাঠান হইয়াছে। কীচ্‌নারকে তাঁহার অধীনে কাজ করিতে দেওয়া হইল। কীচ্‌নার মিশরের প্রধান সেনাপতি, সুদানের বড়লাট, এত বড় একজন যোদ্ধা, তিনি নানা বিষয়ে কৃতিত্বের এত পরিচয় দিয়াছেন—তথাপি তাঁহাকে লর্ড্‌ রবার্টসের অধীনে কাজ করিতে দেওয়া হইল; অনেকে মনে করিয়াছিল কীচ্‌নার বোধ হয় ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। যাহারা ওরকম মনে করিয়াছিল তাহারা কীচ্‌নারকে চিনিতে পারে নাই। কীচ্‌নারের যথেষ্ট আত্ম-সম্মান জ্ঞান ছিল, কিন্তু তিনি দাম্ভিক ছিলেন না। তা' ছাড়া কোনো কাজ করিতে তিনি অপমান বোধ করিতেন না। একজন বন্ধু নাকি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—রবার্টসের অধীনে কাজ করিতে হইবে বলিয়া তিনি

কিঞ্চিৎ দুঃখিত কি না। কীচ্‌নার উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি স্বচ্ছন্দ-চিত্তে রবার্টসের জুতা পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে পারি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বুয়ার যুদ্ধ

দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়ারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া ইংরেজ সৈনিকদের অত্যন্ত দুরাবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক সপ্তাহেই ইংরেজগণ তিনটা বড় বড় যুদ্ধে পরাজিত হ'ন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, সেখানে শৃঙ্খলা ও সুবন্দোবস্তের অভাব ছিল। তাই কীচ্‌নারের ডাক পড়িল। কীচ্‌নার সেখানে গিয়াই সব একেবারে নূতন করিয়া আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি নিজেও খুব পরিশ্রম করিতে পারিতেন এবং যাহারা তাঁহার অধীনে কাজ করিত তাহা-দিগকেও খুব খাটাইতেন। তিনি বলিতেন, "আমি শুধু এইটুকু চাই যে প্রত্যেকেই যার যার কর্ত্তব্য ঠিক মত করিয়া যাইবে।" অন্যায় দেখিলে কাহাকেও উচিত কথা বলিতে তিনি ছাড়িতেন না। এক বার একজন কর্ম্মচারী সৈনিকদিগকে ড্রিল্ শিক্ষা দিতেছিলেন। তিনি সামান্য ত্রুটিতেই সৈন্যদিগকে ভয়ঙ্কর গালাগালি দিতেছিলেন। কীচ্‌নার তাহা শুনিয়া কর্ম্মচারীটিকে বলিলেন,—"মানুষের সঙ্গে মানুষ ওরকম ভাষায় কথা বলে না। ওরা সকলেই সৈনিক, ওদের সঙ্গে সৈনিকের মত কথা বল্‌তে হয়। এ রকম ক'রে কোনো সৈন্যকেই শিক্ষা দেওয়া যায় না। আর যে সেনাপতি তাঁর সৈন্যদিগকে সম্মান করে না—সে তাদের নায়কও হ'তে পারে না।"—সকলের সম্মুখে

কীচ্‌নার এই কথা বলিলেন। ইহা শুনিয়া সৈন্যগণ তাঁহার উপর যেমনি সন্তুষ্ট হইল, সেই কর্ম্মচারীটি তেমনি লজ্জায় একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

যাহা হোক, কীচ্‌নার সেখানে গেলে অল্পদিনের মধ্যেই যান-বাহনের এমন সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়া গেল যে যখন যেখানে দরকার সেইখানেই প্রয়োজন মত সৈন্য, অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ সরবরাহ হইতে লাগিল। এই ভাবে প্রস্তুত হইয়া ইংরেজগণ জেনারেল ক্রঞ্জেকে অবরোধ করিলেন। ক্রঞ্জে বুয়ারদের মধ্যে অত্যন্ত ধীর, গম্ভীর ও বিবেচক সেনাপতি ছিলেন। তাঁহাকে বুয়ারগণ তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া মনে করিত। ক্রঞ্জে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। অবশেষে ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। ক্রঞ্জের আত্মসমর্পণে বুয়ার সমাজের যেন মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই জয়ের আশা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু বুয়ারগণ সহজে হটিবার পাত্র নহে। তাহারা যেন হারিয়াও হারে না, মরিয়াও মরে না। ইংরেজগণ একে একে বুয়ারদের প্রধান প্রধান সহরগুলি দখল করিতে লাগিলেন। ব্লোয়েম্‌ফন্‌টেন্ গেল, প্রিটোরিয়া গেল—বুয়ারগণ তবু পরাজয় স্বীকার করিল না। জেনারেল বোথা ও জেনারেল্ ডিওয়েট্ অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া ইংরেজদের বিশাল বিশাল সৈন্যদলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন।—বুয়ারগণ এক প্রকার যুদ্ধ জানিত, তাহাকে "গেরিলা যুদ্ধ" বলে। এই যুদ্ধের বিশেষত্ব এই যে গেরিলা যোদ্ধাগণ কখনও শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইয়া বড় রকম যুদ্ধে লিপ্ত হয় না। অবসর বুঝিয়া ইহারা যখন তখন শত্রুপক্ষের অংশ বিশেষকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। বুয়ারগণ এই গেরিলা যুদ্ধে খুব সিদ্ধহস্ত ছিল। বুয়ার সেনাপতি বোথা

ও ডিওয়েট্‌ এই জাতীয় যুদ্ধে খুব পাকা ছিলেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ডিওয়েটের মত চতুর লোক অত্যন্ত বিরল। তিনি সর্ব্বদাই রেলপথ ধ্বংস করিতে ও সংবাদবাহী দূতগণকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিতেন। ইংরেজ সৈন্যগণ হয়ত একখানে শিবির করিয়া বসিয়া আছে, আশু যুদ্ধের কোনো আশঙ্কা তাহাদের মনে নাই, এমন সময় ডি ওয়েট্‌ সহসা সেই অপ্রস্তুত সৈনিক শিবির আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। লর্ড্‌ কীচনার একবার ডি ওয়েটের হাতে প্রায় ধরা পড়িয়া গিয়াছিলেন আর কি! কীচ্‌নার একবার রাত্রিযোগে রেলপথে চলিয়াছেন; বুয়ারগণ পূর্ব্বে হইতেই এই রেলপথ আক্রমণ করিবে বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। রাত্রিকালে রেল লাইনের উপর যখন বুয়ারদের অজস্র গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল, তখন কীচ্‌নারের ট্রেন্‌খানি একটি ষ্টেশানের এক পাশে দণ্ডায়মান। কীচ্‌নার গতিক দেখিয়া তাঁহার কামড়া হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং নিকটবর্ত্তী একটি গাড়ী হইতে ঘোড়া খুলিয়া লইয়া সেই ঘোড়ায় চড়িয়া অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

লর্ড্‌ রবার্ট্‌স্‌ যখন ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন তখন তাঁহার স্থলে কীচ্‌নার হইলেন প্রধান সেনাপতি। বুয়ারদের সঙ্গে টুক্‌ টাক্‌ করিয়া যুদ্ধ চলিতেই লাগিল, কিন্তু আর কোনো বড় রকমের যুদ্ধ হইল না। কীচ্‌নার বুঝিতে পারিলেন—পরিণামে তাঁহাদেরই জয় হইবে, তবে আরও কিছুদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে হইবে। তাই তিনি নূতন সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তখন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন এবং সপ্তম এডোয়ার্ড্‌ সবে মাত্র সিংহাসনে বসিয়াছেন। কীচ্‌নারের প্রার্থনা মত ৩০,০০০ সৈন্য ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯০১ খৃঃ) আফ্রিকায় পৌছিল।

ইহার কিছুদিন পর বোথা ও কীচ্‌নার মিলিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। কীচ্‌নার বুয়ারদিগকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১½ কোটি টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে অচিরেই তাহাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইবে। বোথা ইহাতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু বুয়ারগণ এ প্রস্তাবে রাজী হইল না। যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বুয়ারগণ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। ৩১শে মে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া যুদ্ধের অবসান হইল। কীচ্‌নার আবার নানা প্রকার রাজসম্মান ও লোকসম্মানে ভূষিত হইলেন। আফ্রিকা হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি কেপ্‌টাউনে এক বক্তৃতা প্রদান করেন; তাহাতে তিনি বলেন, "বুয়ারদের সঙ্গে আমাদের ইতিপূর্ব্বে যেরূপ সম্পর্ক থাকুক না—এবং তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা যেরকম ধারণাই পোষণ করি না কেন, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তাহারা একটা পুরুষের জাতি।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহাসমর ও মহাযাত্রা

১৯০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড্ কীচ্‌নার প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই পদে তিনি ১৯০২ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি ইহার সমর বিভাগকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গঠন করিবার কাজে নিযুক্ত হ'ন। মিশরের মত ভারতের সেনা বিভাগেও তিনি অনেক উন্নতি ও

পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান মহাসমরে যে ভারতের সেনা এমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছে, তাহা অনেকটা তাঁহারই জন্য।

কীচ্‌নার যখন ভারতবর্ষে ছিলেন তখন তিনি "ওয়াইল্ড্‌ ফ্লাওয়ার হল" বা "বন-কুসুম-ভবনে" বাস করিতেন। ইহা সিম্‌লার নিকট একটি শৈলশিখরে অবস্থিত। কীচ্‌নার মনের মত করিয়া নিজের বাড়ীটিকে সাজাইয়াছিলেন। বাগান প্রস্তুত করিতে তিনি খুব ওস্তাদ ছিলেন। ওয়াইল্ড্‌ ফ্লাওয়ার হলের বাগান বিশেষ বিখ্যাত ছিল। একবার একজন পাদ্রী তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন; কীচ্‌নারের সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে কীচ্‌নার সব রকম ফুলের খোঁজ রাখেন। গোলাপ ফুল তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ইংলণ্ডে কোন্‌ বৎসর কত রকম গোলাপের চাষ হইত কীচ্‌নার তাহার খবর রাখিতেন। এদিকে সেই পাদ্রীর স্ত্রীর সঙ্গে কীচ্‌নার বসিয়া বসিয়া নানাপ্রকার সূচিকার্য্যের সমালোচনা করিতে লাগিলেন। দেখা গেল তিনি সকল প্রকার সূচিশিল্পের সহিত পরিচিত। আবার দেখা গেল রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে কীচ্‌নার তাহাদের কাজ লইয়া আলোচনা করিতেছেন। পাদ্রীসাহেব কীচ্‌নারের অধীনস্থ প্রধান কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাঁহার মাথায় এমন গুরুতর কাজের বোঝা তিনি এত সব বিষয় লইয়া আলোচনা করেন কেমন করিয়া?"—ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন, "তাত হবেই, যে জিনিস তাঁর সম্মুখে আসে সেটাকেই তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে চান।"

এইখানে বাস করিবার সময় তিনি একবার মহা বিপদে পড়িয়াছিলেন। কীচ্‌নার গিয়াছিলেন সিম্‌লার নিকট তাঁহার এক বন্ধুকে দেখিতে। ফিরিবার সময় পথে একটা সুরঙ্গ পার হইতেছিলেন।

সুরঙ্গের ভিতর দিয়া সেই সময় একটা কুলী বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। অন্ধকারে তাহার ছায়া দেখিয়া কীচ্‌নারের ঘোড়া লাফাইয়া উঠিল, তিনি পড়িয়া গেলেন ; তাঁহার এক পায়ের দুইটা হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। কুলীটাও ভয় পাইয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কীচ্‌নার আধঘণ্টা পর্য্যন্ত সেই সুরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া রহিলেন ; তাঁহার পায়ে তখন অসহ্য যন্ত্রণা, অথচ উঠিবার শক্তি নাই। অবশেষে একদল লোক রিক্‌শ লইয়া সেই পথে সিম্‌লা ফিরিতেছিল। কীচ্‌নার তাহাদিগকে ডাকিলে তাহারা তাঁহাকে সিম্‌লা লইয়া গেল। সেখানে তিনি সহজেই আরোগ্য লাভ করিলেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে মিশরের ব্রিটিশ এজেণ্টের মৃত্যু হয়, তখন সেই পদে কীচ্‌নারকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি এই কাজে এমন দক্ষতা প্রদর্শন করেন যে মিশর হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করিলে কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন "কীচ্‌নারকে না হইলে মিশরের চলে না।" বাস্তবিক পক্ষেই মিশরে এই পদ গ্রহণ করিবার মত উপযুক্ত লোক কীচ্‌নার ছাড়া আর কেহ ছিল না। নতুবা তিনি ভারতবর্ষে বড়লাট হইয়া আসিতেন।

কীচ্‌নার কেবলমাত্র একজন সৈনিক পুরুষ ছিলেন না, তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনৈতিকও ছিলেন। মিশরে তিনি যে সব সুকাজ করিয়াছেন তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইল—সেখানকার প্রজাদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা। প্রজাদের কষ্ট দূর করিবার জন্য তিনি নিয়ম করিলেন যে গরীবের ঋণ শোধ করিবার জন্য তাহাদের বসতবাটি কেহ বিক্রয় করিতে পারিবে না। সেখানে তিনি অনেক সেভিংস ব্যাঙ্ক্ স্থাপন করিলেন। আরও অনেক লোকহিতকর কাজে হাত দিবার সঙ্কল্প তাঁহার ছিল এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড গিয়া

এ বিষয়ে তিনি অনেক আলোচনা-পরামর্শ করিয়াছিলেন। এমন সময় সহসা ইউরোপে মহা-যুদ্ধের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে না দেখিতে সে আগুণ ইংলণ্ডের গায় আসিয়া লাগিল। তদানীন্তন রাজমন্ত্রী মিঃ এস্কুথ্‌ একটি সমরসভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় ঠিক হইল সমরবিভাগ এখন এমন একজন লোকের হাতে দেওয়া দরকার যাঁহার যুদ্ধব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে এবং রাজনৈতিক বিষয়েও জ্ঞান আছে। দেখা গেল কীচ্‌নার ছাড়া এমন লোক আর কেহ নাই।

কীচ্‌নারকে তখনি প্রয়োজন। কিন্তু কীচ্‌নার তখন লণ্ডন হইতে মিশরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ডোভার গিয়াই তিনি এক জরুরী টেলিগ্রাম পাইয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন, ৩রা আগষ্ট, এস্কিথের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল, কীচ্‌নার সমর-সচিবের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তৎপর দিন, ৪ঠা আগষ্ট, ব্রিটেন্‌ জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

এতদিন পর কীচ্‌নারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। বহুদিন হইতেই তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে এই পদটি একবার পাইলে ইংলণ্ডের সমর-বিভাগকে তিনি ইচ্ছামত গঠন করিয়া লইবেন। এইবার তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল। কিন্তু এই কাজ গুরুতর দায়ীত্বপূর্ণ, বিশেষতঃ যে অবস্থায় তাঁহার উপর এই কাজের ভার পড়িয়াছিল। তিনি জানিতেন তাঁহার কৃতকার্য্যতার উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জয় পরাজয় নির্ভর করে। তাই দিন রাত্রি তাঁহার আর বিশ্রাম ছিল না। নূতন সৈন্য সংগ্রহ করা, সকল সৈন্যকে ভরণপোষণ করা, এবং তাহাদের সকলপ্রকার অভাব অভিযোগ দূর করা—এ সমস্ত কাজের ভারই তাঁহার উপর ছিল। কোনো কাজে ত্রুটি হইলে শুধু যে

তাঁহার অপমান তাহা নহে, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তাহাতে অপমান—একথা তাঁহার স্মরণ ছিল। তাই স্বভাবতঃ কর্ম্মপ্রিয় কীচ্‌নার এবারে যেন কর্ম্মসাগরে একেবারে ডুবিয়া গেলেন।

তাঁহাকে আবার নানা কাজে নানা স্থানে যাইতে হইত। রোমে, গ্রীসে, গ্যালিপোলিতে কীচ্‌নার গিয়া যে কাজ উদ্ধার করিয়া আসিয়াছেন, অন্য কোনো লোক গেলে তাহা পারিত কিনা সন্দেহ। সৈন্যদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ও তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য কীচ্‌নার মাঝে মাঝে ফ্রান্সে যাইতেন। তাঁহাকে দেখিলে সৈন্যদের মধ্যে যেন প্রেরণা আসিত। ব্রিটিশ সৈন্যেরা জানিত কীচ্‌নার যে কাজে হাত দেন তাহা সম্পন্ন না করিয়া ছাড়েন না। তাই তাহাদের বিশ্বাস ছিল, তিনি যখন ইহাতে হাত দিয়াছেন তখন তাহাদের জয় অনিবার্য্য। তাহারা বলিত, "যুদ্ধে যদি জয় হইবে না বুঝিতেন তাহা হইলে কীচ্‌নার ইহাতে হাতই দিতেন না।"—ফরাসী সৈন্যেরা জানিত—তিনি কৈশোরে তাহাদের পক্ষ হইয়া একবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; এবং আফ্রিকায় তাঁহার কীর্ত্তির কথাও তাহাদের অবিদিত ছিল না ; সুতরাং কীচ্‌নারকে দেখিয়া তাহারাও প্রাণে প্রেরণা অনুভব করিত। কীচ্‌নার ফরাসীদের এত প্রিয় ছিলেন যে প্যারিসে তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোক রাস্তায় বাহির হইয়া আসিত। কোনো ফরাসী গ্রামের মধ্য দিয়া তিনি যাইবেন শুনিলে গ্রামের সকল লোক তাঁহার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত। একজন সৈন্য তাহার আত্মীয়কে এক চিঠিতে লিখিয়াছিল, "কীচ্‌নার বলিতে আমরা কতখানি বুঝি তাহা তোমরা জান না। আমাদের নিকট 'কীচ্‌নার' মানে কৃতকার্য্যতা। সবাই জানে কীচ্‌নার যে কাজে হাত দেন তা' অসম্পন্ন থাকিতে পারে না।"—একজন

আহত সৈনিক বলিয়াছিল,—কীচ্‌নার যেন টনিক ওষুধ। তাঁকে দেখিলে শরীরে শক্তি আসে।" একবার তিনি লণ্ডনে এক হাসপাতালে গিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার যাওয়ার কথা ছিল না সুতরাং সৈন্যেরা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতে পারে নাই। অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিয়া যাহাদের উত্থানশক্তি ছিল তাহারা সামরিক কায়দায় দাঁড়াইয়া গেল, আর যাহারা শয্যাশায়ী ছিল তাহারা মাথাটুকু তুলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তাহারা যে রোগী এবং হাসপাতালে রহিয়াছে সে কথা সেই মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল। একজন রোগীকে কীচ্‌নার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কোথায় লেগেছে ?" সৈনিকটি তাহার আহত স্থান দেখাইয়া বলিল, "এইখানে, কিন্তু ডাক্তার গুলিটি খুঁজেই পাচ্ছেন না ?" কীচ্‌নার বলিলেন,—"তাতে আর কি হয়েছে ? আজকাল গুলি লাগ্‌লে বেশি কিছু হয় না। আমি নিজে একটা গুলি তিন বছর ঘাড়ে করে' ঘুরেছি।" সুদানে ওস্‌মানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তাঁহার ঘাড়ে যে গুলি লাগিয়াছিল পাঠকের বোধ হয় তাহা স্মরণ আছে।

স্বদেশে তাঁহাকে সহস্র রকমের কাজ ত করিতে হইতই, তা' ছাড়া বিদেশে যখন গোল উপস্থিত হইত, তখন তাহার মীমাংসা করিতে কীচ্‌নারকেই যাইতে হইত। তিনি গেলে সব কাজ যে ভাবে সম্পন্ন হইত অন্য কেহ গেলে তাহা হইত না। তাই গ্রীসে কীচ্‌নারের ডাক পড়িল। সেখানকার কাজ সমাপ্ত করিয়া তিনি রোমে গেলেন। রোমের রাজা তাঁহাকে নূতন উপাধি প্রদান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বেল্‌জিয়ামের রাজা ও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। উপাধি জিনিসটা তাঁহার নিকট জলের মত সহজলভ্য হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষ সামান্য একটা উপাধির জন্য কত লালায়িত ;

আর কীচ্‌নারকে সম্মানজনক উপাধিসমূহ ডাকিয়া নিয়া দেওয়া হইত। পঞ্চম জর্জ্জও তাঁহাকে আবার একটা নূতন উপাধি প্রদান করিলেন।

রোম হইতে ফিরিলে পর কীচ্‌নারের রাসিয়াতে যাওয়ার প্রয়োজন হইল। তিনি দিনক্ষণ ঠিক করিয়া রওনা হইলেন। তাঁহার স্বভাব ছিল যে কাজ যখন তিনি করিবেন স্থির করিতেন, তাহা ঠিক সেই সময় না করিয়া ছাড়িতেন না। সহস্র বাধাকেও তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন—বেলা ৪টার সময় জাহাজ ছাড়িবেন; কিন্তু সেদিন তখন এমন ঝড় উঠিল যে সকলেই মনে করিল কীচ্‌নার তাঁহার যাত্রার সময় পরিবর্ত্তন করিবেন। কিন্তু ঠিক ৪টার সময়েই যখন তাঁহার জাহাজ ছাড়িল তখন সকলেই অবাক্ হইয়া গেল। এমন দুর্য্যোগে যে মানুষ সমুদ্র-পথে যাত্রা করিতে পারে তাহা ত আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আকাশে মেঘ গর্জ্জন, সমুদ্র-তরঙ্গের প্রলয় নৃত্য, পবন ধ্বংস ক্রীড়ায় উন্মত্ত,—ইহারি মধ্যে কীচ্‌নার জাহাজ খুলিলেন। সঙ্গে চারিটি ক্রুইজার যাওয়ার কথা ছিল, কীচ্‌নার বলিলেন,—"তোমরা যদি ভয় পাও, তবে আমার সঙ্গে গিয়া দরকার নাই। আমার সঙ্গে ক্রুইজার না গেলেও চলিবে।" যাহা হোক ক্রুইজার সমভিব্যাহারে কীচ্‌নার হ্যাম্প্‌শায়ার জাহাজে চড়িয়া রাসিয়া-ভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু ক্রুইজার চারিটি বেশীক্ষণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিল না। প্রবল তরঙ্গাঘাতের মধ্যে অগ্রসর হওয়া তাহাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। কীচ্‌নারের আদেশানুক্রমে পরদিন প্রাতে ক্রুইজারগুলি ফিরিয়া আসিল। হ্যাম্পশায়ার সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যা ৭½টার সময় একটা নিমজ্জিত "মাইনে" লাগিয়া গেল। মাইন্ ফাটিয়া জাহাজ বিদীর্ণ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে কয়েক মিনিটের মধ্যে কীচ্‌নারকে লইয়া জাহাজখানি সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেল। তখনো

প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছিল, কাজেই বেশী লোককে বাঁচান গেল না। কেবল মাত্র ১২ জন লোক মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে কেহ কেহ শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কীচ্‌নারকে দেখিয়াছিল। মাইন্ ফাটিবার অব্যবহিত পরেই তিনি একজন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে করিয়া ডেকে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। কর্ম্মচারিটি ডাকিয়া বলিল, "লর্ড-কীচ্‌নারকে পথ ছাড়িয়া দাও।" সেই জাহাজের কাপ্তান ছিলেন—স্যাভিল্। তিনি কীচ্‌নারকে একটা নৌকায় উঠিতে বলিলেন কিন্তু ঝড়ের শব্দে কাপ্তানের কথা তিনি শুনিতে পান নাই। কীচ্‌নার তখন কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে পায়চারি করিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে থাকী পোষাক ছিল, গায় ওভার কোট্ ছিল না। তিনি শান্তচিত্তে জাহাজ ত্যাগ করিবার আয়োজন সমাপ্তির অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে একটুকুও অস্থির বা বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই।

নাবিকেরা নৌকাগুলি নামাইতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু দুরন্ত তরঙ্গের জন্য তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতে লাগিল। এক একটি নৌকা নামাইবা মাত্রই ঢেউয়ের আঘাতে তাহা চুরমার হইয়া যাইতে লাগিল। সমুদ্র যেন একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। তাই কীচ্‌নার আর বাঁচিতে পারিলেন না। জাহাজটি সহসা তাঁহাকে লইয়া উল্টিয়া গেল। যাহারা নৌকায় চড়িয়াছিল, তাহারাও প্রাণ লইয়া তীরে পৌঁছিতে পারিল না। প্রবল শীতে তাহাদের রক্ত জমিয়া যাইতে লাগিল, তাহারা নৌকার মধ্যেই মরিয়া পড়িয়া রহিল। শুধু একটা নৌকাতেই ৪৩ জন নাবিকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল।

কীচ্‌নারের মৃত্যু সংবাদে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সমস্ত লোক ত মর্ম্মাহত হইলই, অন্যান্য দেশের অধিবাসীরাও তাঁহার শোকে অত্যন্ত

ক্লিষ্ট হইল। ফরাসী সৈন্যদের মনে হইল যেন তাহাদের নিজের একজন সেনাপতির মৃত্যু হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষেই তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার মত কেহ রহিল না। অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় কীচ্‌নারকে ভগবান সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন বলিয়া অনেকে বড় হতাশ হইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু সেটুকু মানুষের বুঝিবার ভুল। তাঁহার কাজ সমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার ডাক পড়িয়াছে। তাঁহার প্রধান কাজ তিনি সমাপ্ত করিয়াই গিয়াছেন। যাহা বাকী রহিয়াছে তাহা অন্যেরাও সম্পন্ন করিতে পারে। তাই তাঁহার মৃত্যুর পরেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কীচ্‌নারের অভাবে অন্ধকার দেখেন নাই। কিন্তু তিনি যদি দুই বৎসর পূর্ব্বে মারা যাইতেন, তাহা হইলে অনেককেই হয়ত দু'চোখে অন্ধকার দেখিতে হইত। কেহ কেহ মনে করেন—কীচ্‌নারের মৃত্যুটি বড় শোচনীয় রকমের; কিন্তু বীর সৈনিকেরা বলিতেছে—তাঁহার উপযুক্তই তাঁহার এই গৌরবময় অবসান। সমস্ত জীবন রণলীলা করিয়া অবশেষে প্রকৃতির রণলীলার মধ্যে তাঁহার মৃত্যুশয্যা পাতা হইল। প্রকৃতিরাণী যেন ইচ্ছা করিয়াই বীরের এই মৃত্যুশয্যা রচনা করিয়াছিলেন। অনন্ত সমুদ্রের ঝটিকাক্ষুব্ধ সুগম্ভীর বাণী অনন্তকাল তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

আমরা বিশেষভাবে তাঁহার কর্ম্মজীবনের আলোচনাই করিয়াছি, গার্হস্থ্য জীবনের কথা কিছুই বলি নাই। তাহার কারণ কীচ্‌নারের জীবনই কর্ম্মময় জীবন এবং তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন বলিয়া কোনো জিনিষ ছিল না বলিলেও চলে। তিনিত গৃহস্থ ছিলেন না; তাঁহার ত গৃহ বলিয়া কিছু ছিল না। তাঁহার সৈনিকজীবনের অন্তরালে গার্হস্থ্য জীবনের কোনো ফল্গুধারাই প্রবাহিত ছিল না। তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। সংসারের কোনো স্নেহ-দৃঢ় বন্ধন তাঁহার ছিল না। এই জন্যই তিনি এমন কর্ত্তব্যকঠোর হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার

রুক্ষতাটা যে এমন প্রকট ছিল ইহাই তাহার প্রধান কারণ। জীবনের উগ্রতা ও কাঠিন্য স্নেহ-সলিলে সিক্ত হইয়া নরম হইবার ত কোনো সুযোগ পায় নাই। কিন্তু তাঁহার মধ্যে রসচর্চ্চার বীজ নিহিত ছিল, যদিও তাহা অঙ্কুরিত বা বিকশিত হইতে পারে নাই। তাঁহার পুষ্প-প্রীতি, তাঁহার উদ্যানরচনার সখ—এ কথার প্রমাণ দিতেছে। ইহা ছাড়া প্রাচীন জিনিষের প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। প্রাচীন শিল্পজাত দ্রব্য পাইলেই তিনি আহরণ করিয়া লইয়া যাইতেন। তিনি সৌন্দর্য্যরসগ্রাহী মানুষ ছিলেন বলিয়াই সমস্ত বিষয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করার এমন পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যেখানে থাকিতেন সেস্থানে মূল্যবান জিনিষ থাক বা না থাক তাহাকে তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। তিনি বলিতেন, "আমি শূকরের মত আবর্জ্জনার স্তূপে ডুবিয়া কাজ করিতে পারি না।" বিলাতে তাঁহার বাড়ীটি সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। মল্টা হইতে তিনি অনেক টাকা খরচ করিয়া সেই বাড়ীর জন্য একটি সিংহদরজা নির্ম্মাণ করাইয়া নিয়াছিলেন।

কীচ্‌নার যে অবিবাহিত ছিলেন তাহার একটি কারণ ছিল। একটি মেয়ের সঙ্গে কীচ্‌নারের বিবাহ ঠিক হয়, কিন্তু সেই মেয়েটির দুইটি বৃদ্ধা আত্মীয়ার এমন অসুখ হইয়া পড়ে যে তাঁহাদিগকে দেখিবার লোক কেহ রহিল না। সুতরাং কীচ্‌নার যদি তাহাকে বিবাহ করেন তবে আত্মীয়া দুইটি একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়েন। তাই কীচ্‌নারের আর বিবাহ করা হইল না। তিনি অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, সুবিধা হইলেই সেই মেয়েকে তিনি বিবাহ করিবেন, কিন্তু সে সুবিধা আর উপস্থিত হইল না। কীচ্‌নার যখনই বিলাত যাইতেন তখনি সেই মহিলাটির সহিত দেখা করিতেন। কীচ্‌নারের যখন মৃত্যু হয় তখন তিনি বৃদ্ধা; কীচ্‌নারের মৃত্যুর কিছুদিন পর তাঁহারও মৃত্যু ঘটিয়াছে।

কীচ্‌নারের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। কীচ্‌নার বলিতেন, তাঁহার চিরকালই কেমন একটা ধারণা আছে যে সমুদ্রই তাঁহার যম। সমুদ্র দেখিলেই যেন তাঁহার শরীর ও মন কেমন কেমন করে। মন যেন বলিয়া উঠে—"মৃত্যু সম নীল নীর ওই বিরাজে।" শেষে ঘটিলও তাহাই। পত্রিকায় পড়িয়াছি কীচ্‌নারের কোনো আত্মীয়ার ঘরে কীচ্‌নারের একটি ছবি ঝুলান ছিল। একদিন হঠাৎ সেই ছবিটি মাটিতে পড়িয়া যায়; আত্মীয়াটি সকলকে বলিলেন—"কীচ্‌নারের নিশ্চয়ই কোনো অমঙ্গল ঘটিয়াছে।" পরদিনই কীচ্‌নারের মৃত্যু-সংবাদ আসিল।

কীচ্‌নার অত্যন্ত লাজুক ছিলেন। তাঁহার ছবি তোলা এক বিষম ব্যাপার ছিল; তাঁহাকে কিছুতেই ছবি তোলাইতে রাজী করা যাইত না। বক্তৃতা দিতে গেলে বেশী কথা বলিতে পারিতেন না; বেশী কথা বলা তাঁহার অভ্যাসও ছিল না। অতি অল্প কথায় তিনি বক্তব্য বিষয়টিকে চূড়ান্ত করিয়া বলিতে পারিতেন। কাজের লোকের স্বভাবই এই রকম। যাহারা বেশী কথা বলে, তাহারা কাজ কম করে; কিন্তু কাজই যাহাদের জীবন, বাক্‌পটুতার দিকে তাহাদের মনোযোগ অত্যন্ত কম। কীচ্‌নার যে জীবনে এমন উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহার কর্ম্মচেষ্টা। তিনি যে খুব অনুকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া বড় হইয়াছেন, তাহা নহে; অথবা তাঁহার যে অনন্য-সাধারণ প্রতিভা ছিল, এমনও নহে। তাঁহার উন্নতির একমাত্র কারণ ছিল—দৃঢ় অধ্যবসায়, অবিশ্রাম চেষ্টা, অমানুষিক একনিষ্ঠা এবং সাধকের মত একাগ্রতা। জীবনের যে ক্ষেত্রে যিনি সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন তিনিই ত সাধক। এই হিসাবে কীচ্‌নারও সাধক ছিলেন। মানুষ মাত্রেরই উন্নতির মূলে এই সাধনা। সাধনা ছাড়া কেহই সিদ্ধি

লাভ করিতে পারে না। আমরা কেবল বাহিরের ফুলটিকে এবং ফলটিকেই দেখি, কিন্তু এই ফুল ফলকে বিকশিত করিবার জন্য বৃক্ষ যে নিয়ত রসাহরণের সাধনায় ব্যাপৃত আছে সেটি ত আমাদের চোখে পড়ে না। তেমনি একজন মানুষ যখন বড় হয়, তখন আমরা অবাক্ হইয়া মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া থাকি; কিন্তু তাহার এই কৃতকার্য্যতার মূলে যে কত সাধনা রহিয়াছে, সে দিকে আমাদের দৃষ্টি ত সহজে আকৃষ্ট হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে সাহিত্য জগতে অমর হইয়াছেন, আমরা মনে করি তাহার কারণ শুধু তাঁহাদের আশ্চর্য্য প্রতিভা। কিন্তু সাধনা না থাকিলে শুধু প্রতিভাদ্বারা কিছুই হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সরস্বতীর আরাধনা যেমন করিয়া করিয়াছেন, এমন আর কয়জন লোক করিয়াছে? কাজেই মানুষকে যথার্থ ভাবে বুঝিতে হইলে তাহার সাধনাটিকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। কীচ্‌নারের অসাধারণ প্রতিভা ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে কি করিতে হইবে এবং সেই কাজ সম্পন্ন করিতে হইলে তাঁহাকে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা তিনি সর্ব্বাগ্রে ঠিক করিয়া লইতেন। তৎপর সেই কাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে সমাধা করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতেন। তাঁহার সেই চেষ্টার মধ্যে কোনো শৈথিল্য, কোনো আলস্য বা কোনো ত্রুটি থাকিত না। ইহাই তাঁহার কৃতকার্য্যতার মূল কারণ এবং এই কর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষের জীবনের ইহাই প্রধান শিক্ষা।

সমাপ্ত।

তিন আনা সংস্করণ কল্পতরু গ্রন্থাবলী

১। বিদ্যাসাগর
২। মাইকেল মধুসূদন
৩। বঙ্কিমচন্দ্র
৪। রাজা রামমোহন রায়
৫। কেশবচন্দ্র
৬। ঠাকুর রামকৃষ্ণ
৭। নেপোলিয়ান
৮। রমেশচন্দ্র দত্ত
৯। রামদুলাল সরকার
১০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
১১। কৃষ্ণদাস পাল
১২। কাজি মহম্মদ মহসীন
১৩। আনন্দমোহন বসু
১৪। জর্জ্জ ওয়াসিংটন
১৫। প্যারীচরণ সরকার
১৬। লর্ড কিচ্‌নার
১৭। বিবেকানন্দ
১৮। ভূদেব
১৯। জেমসেদ্‌জী টাটা
২০। গোখ্‌লে
২১। দ্বিজেন্দ্র লাল
২২। হেমচন্দ্র

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।